POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ۠

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 29

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 17 July, 2025   21 মহররম-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

সুদ খাওয়ার নিন্দা এবং এর শাস্তি

২০৯৩) হযরত সাহার বিন সাআদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'এক মহিলা 'বুরদা' নিয়ে আসে। তিনি বলেন, আপনারা জানেন বুরদা কি? তাঁকে বলা হয়, হ্যাঁ, ডোরাকাটা চাদর। সেই মহিলা বলল-'হে রসুলুল্লাহ্‌! আমি এটি নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরানোর জন্য। নবী (সা.) সেটি গ্রহণ করেন। এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি আমাদের কাছে সেই চাদর পরিহিত অবস্থায় আসেন। লোকেদের মধ্যে একজন বলে উঠল হে রসুলুল্লাহ! আমাকে এই চাদরটি পরার জন্য দিন। তিনি (সা.) বললেন- বেশ। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ মজলিসে বসে থাকলেন এরপর ভিতরে গিয়ে সেটিকে ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি তাঁর এই চাদরটি চেয়ে ভাল কাজ করলে না। তুমি তো জানই যে কেউ চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। সেই ব্যক্তি বলল, খোদার কসম! আমি এটি এই কারণে চেয়েছি যাতে আমার মৃত্যুর পর এটি কাফন হয়। হযরত সাহাল (রা.) বলেন, সেই চাদরটিই তার কাফন হয়েছিল।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

আমন্ত্রিতদের সঙ্গে অনাহুত ব্যক্তি এসে পড়লে করণীয়

২০৮১) হযরত আবু মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন: এক আনসারী আসেন যার ডাকনাম ছিল আবু শোয়েব। সে তার ছেলে কাসাবকে বলল, খাবার তৈরী কর যা পাঁচ জনের জন্য পর্যাপ্ত হবে। কেননা আমি নবী (সা.)-কে আমন্ত্রিত করতে চাই। .... আমি তাঁর (সা.) চেহারা দেখে অনুভব করেছি যে তিনি ক্ষুধার্ত। সে (লোকেদের) আহ্বান করলে তাদের সঙ্গে আরও একজন ব্যক্তিও এসে পড়ে। নবী (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এসে পড়েছেন, তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দাও আর যদি চাও সে ফিরে যাক তবে ফিরে যাবে। সে বলল, না, আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

সেই ব্যক্তি বড়ই বেঈমান যে কুরআনের প্রতি অনুরক্ত নয়, বরং দিনরাত অন্যান্য পুস্তকের প্রতিই আসক্ত থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

যদি আমাদের নিকট কুরআন না থাকত আর কেবল হাদীসের সমষ্টিই আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসের মুকুটমণি হয়ে থাকত, তবে আমরা লজ্জায় অন্যান্য জাতির কাছে মুখ দেখাতে পারতাম না। আমি 'কুরআন' শব্দটির বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ করেছি। অতঃপর আমার নিকট উন্মোচিত হয়েছে যে, এই আশিসমণ্ডিত শব্দের মধ্যে একটি শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। আর সেটি এই যে,এই কুরআনই অর্থাৎ পঠনযোগ্য পুস্তক আর একটা যুগে আরও বেশি পঠনযোগ্য পুস্তকের মর্যাদা লাভ করবে। যদিও আরও অন্যান্য পুস্তকও এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। সেই সময় ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য এবং মিথ্যাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য এই একটি পুস্তকই পঠনযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং অন্যান্য পুস্তক সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। 'ফুরকান' শব্দেরও এটাই অর্থ। অর্থাৎ এই পুস্তকটিই সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরুপণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন হাদীস বা অন্য কোন পুস্তক এই মূল্য ও মর্যাদা লাভ করবে না। (তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা ও গুরুত্বের সঙ্গে বলেন-) এখন সকল পুস্তক পরিহার কর এবং দিবারাত্র কিতাবুল্লাহ্‌ই পাঠ কর।সেই ব্যক্তি বড়ই বেঈমান যে কুরআনের প্রতি অনুরাগী হয় না এবং দিনরাত অন্যান্য পুস্তকের প্রতিই আসক্ত থাকে। আমাদের জামাতের উচিত একাগ্রতা ও অভিনিবেশ সহকারে কুরআন করীম পাঠে বিভোর হয়ে থাকা এবং নিজেদেরকে হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত নিমজ্জিত রাখা থেকে বিরত থাকা। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন করীমের প্রতি সেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা সেভাবে পড়া হয় না যেভাবে হাদীসকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পড়া হয়। এখন কুরআন করীমের অস্ত্র হাতে তুলে নাও, এতেই তোমাদের তোমাদের বিজয় নিহিত। এই জ্যোতির সামনে কোন অন্ধকার টিকতে পারবে না। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯)

মসজিদ মোমেনদের সমবেত হওয়ার এবং দোয়া ও যিকরে ইলাহির স্থান। এমন স্থান থেকে একজন প্রকৃত খোদা প্রেমী ও খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি দূরে থাকতেই পারে না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জ এর ২৭ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত মসজিদও বায়তুল্লাহ্‌, কেননা সেগুলিও খোদার যিকরের জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত হয়ে থাকে এবং বায়তুল্লাহ্‌র প্রতিরূপ হিসেবেই আল্লাহ্‌ তা'লা সেগুলিকে মর্যাদা দিয়েছেন। তাই এই আদেশ কেবল বায়তুল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক মসজিদের জন্য আংশিকরূপে প্রজোয্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেলে জানা যায় যে, এই আয়াতে মসজিদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়ছে।

১) মসজিদ নির্মিত হয় যাতে পথিকগণ এর থেকে লাভবান হয়। ২) শহরের বাসিন্দারা লাভবান হয়। ৩) রুকু ও সিজদাকারীরা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী এবং পরিপূর্ণ তৌহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এর থেকে উপকৃত হয়।

মুসাফির বা পথিকরা এভাবে উপকৃত হতে পারে যে, যদি সে কোন আশ্রয় না পায় তবে সে কয়েক দিন থাকার অসুবিধা থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর স্থানীয়রা এভাবে উপকৃত হতে পারে যে, মসজিদ হল হই-হুল্লোড় থেকে নিরাপদ একটি স্থান। এখানে মানুষ শান্তিতে নির্বিঘ্নে বসে দোয়া করতে পারে এবং নিজ প্রভুর কাছে মোনাজাত করতে পারে। আর যারা নিজেদেরকে খোদা তা'লার ধর্মের জন্য উৎসর্গিত করে, মসজিদই তাদের প্রকৃত ঠিকানা। কেননা মসজিদ মোমেনদের সমবেত হওয়ার এবং দোয়া ও যিকরে ইলাহির স্থান। এমন স্থান থেকে একজন প্রকৃত খোদা প্রেমী ও খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি দূরে থাকতেই পারে না। কিন্তু এই বিষয়টিও দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, যিকরে ইলাহির পরিবর্ত হিসেবে সেই কাজও বিবেচিত হয় যেগুলির মাঝে সর্বসাধারণের কল্যাণ নিহিত থাকে- সেটা বিচার সম্পর্কিত হোক বা ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কিত হোক বা শিক্ষা সম্পর্কিত বা মুসলমানদের উন্নতি এবং অবনতি সম্পর্কি বিষয় হোক। যেমন রসুল করীম (সা.)-এর যুগে দেখতে পাই যে, ঝগড়া-বিবাদের বিচারও মসজিদে সম্পন্ন হত। অন্যান্য বিষয়ের বিচারও সেখানেই হত। শিক্ষাদানও চলত মসজিদেই। এর থেকে জানা যায় যে, মসজিদ কেবল আল্লাহ্‌র নাম যপের জন্য নয়, বরং সর্বসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কিত অন্যান্য কাজও মসজিদে করা যেতে পারে। কেননা,ইসলামে আল্লাহ্‌র মহিম কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করাকেই যিকরে ইলাহি বলা হয় না, বরং বিধবাদের সেবা করাও ধর্ম। কেউ যদি কোন অনাথকে প্রতিপালন করে, তবে সেটাও ধর্ম। কেউ যদি ঝগড়া বিবাদের নিষ্পত্তি করে দেয় তবে সেটাও ধর্ম।

(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড)

জুমআর খুতবা

তোমাদের মধ্যে নবুয়ত কায়েম থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন, তারপর তিনি এটিকে উঠিয়ে নেবেন। এরপর খিলাফত 'আলা মিনহাজি নবুওয়ত' (নবুয়তের রীতি অনযায়ী খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর যখন আলাহু ইচ্ছা করবেন, এই নিয়ামতও উঠিয়ে নেবেন।অতঃপর নির্দয় রাজতন্ত্র আসবে, তারপর আরও কঠোর স্বৈরশাসন আসবে যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন। তারপর আবার খিলাফত আলা মিনহাজিন নবওয়ত কায়েম হবে। এরপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।' (আল হাদীস)

যতদিন খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকবে।

যুগ খলীফা রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করে নামাযে জামাতের সদস্যদের জন্য দোয়া করেন। কোন বাদশাহ কি এমন কাজ করে থাকেন?

আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং এর থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা এই খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে, তারা যেন আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য করে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলে।

প্রত্যেক আহমদী যে নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করে এবং নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায় এবং এর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে চায়, তার এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আমাদেরকে নামায কায়েম করার বিষয়ে পুরোপুরি মনোযোগী হতে হবে।

সর্বদা মনে রাখবেন, আজ পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হল খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে জুড়ে থাকা।

ডক্টর কর্ণের পীর মহম্মদ মুনীর সাহেব (সাবেক এডমিনিস্ট্রেটর, রাবোয়া হাসপাতাল)-এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ৩০ শে মে, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (৩০ হিজরত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾ قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۵۵﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۶﴾ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۷﴾

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আলাহু তা'লার অশেষ অনুগ্রহে জামা'ত আহমদীয়া-তে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ ১১৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। আলাহু তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং হযরত মহম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন আকারে ১৯০৮ সালে এই ঐশী ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়। সুতরাং, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জামা'ত আহমদীয়া-র প্রতি এক বিশাল অনুগ্রহ যে আমরা এমন একটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, যার বিষয়ে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের পর এক নতুন যুগের সূচনা হবে, যেটা হবে ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ এবং এই যুগেই খিলাফতের ধারা শুরু হবে, যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে করেছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে নবুয়ত কায়েম থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন, তারপর তিনি এটিকে উঠিয়ে নেবেন। এরপর খিলাফত 'আলা মিনহাজি নবুওয়ত' (নবুয়তের রীতি অনযায়ী খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর যখন আলাহু ইচ্ছা করবেন, এই নিয়ামতও উঠিয়ে নেবেন।অতঃপর নির্দয় রাজতন্ত্র আসবে, তারপর আরও কঠোর স্বৈরশাসন আসবে যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন। তারপর আবার খিলাফত আলা মিনহাজিন নবওয়ত কায়েম হবে। এরপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮৫৯৬)

এই ছিল মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী, যার ভিত্তিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর এক নতুন নযুগের সচনা হয়, এবং তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের যুগ আরম্ভ হয়।

যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি সেটির অনুবাদ হল:

এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খায় যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বাহির হইবে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খাইও না; (তোমাদের নিকট কেবল) যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যাহা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে এই রসুলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তাহাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারাই দায়িত্ব যাহা তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসুলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ইশান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসুলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করা যায়। (সূরা নূর: ৫৪-৫৭)

অতএব, এই আয়াতগুলি থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমাদের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে। খলীফায়ে রাশেদীন -এর যুগ ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।এই মাত্র ত্রিশ বছরের জন্য তো আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল না। বরং এটি ছিল একটি পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি আর আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং এর ব্যাখ্যা করেছেন। যেমনটি যে হাদীসটি আমি পাঠ করেছিল, সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, নবুয়্যতের রীতি অনুসারে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সূচনা হবে। অতঃপর বাদশাহরর যুগের শুরু হবে। অতঃপর অত্যাচারী শাসকের শাসন হবে। অতঃপর পুনরায় 'খিলাফত আল মিন হাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এটা হবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে। অতএব, আহমদীদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মান্য করার এক অঙ্গীকার করেছি আর এই

অঙ্গীকারের একটি শর্ত হল, আমরা সব সময় খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকব। এই বিষয়ের প্রতিই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। বরং এই উপদেশ দান করেছেন। আর এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ রয়েছে। অতএব, যতদিন আমরা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকব, আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী থাকব। কিন্তু এর জন্যও একাধিক শর্ত রয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এই শর্তগুলি পালন করাও আমাদের জন্য আবশ্যক।

এগুলি স্পষ্ট করার পূর্বে খিলাফতের ধারা অব্যাহত থাকার বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীও আমি পড়ে দিচ্ছি। 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় তিনি বলেন, " খোদাতা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেনঃ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন । ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখনতাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।এমনকি জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহা-কুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন।সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদাতা'লার এ 'মু'জিযা'দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল।যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন।তখন খোদাতা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এমন ভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন:

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا 'এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন'।

হযরত মূসা (আ.) এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনী ইসরাঈলদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মিশর থেকে কেনানের পথে মারা যান। এতে বণী ইসরাঈলের মাঝে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হয়েছিল।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদাতা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী।"

এখানেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই হাদীস অনুসারেই একটি চিরস্থায়ী কুদরতের লক্ষণাবলী বলে দিয়েছেন।

"এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্তআসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।

যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা'লা বলেছেন 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর জয়যুক্ত করব। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হওয়ার সময় , তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন।

আমি খোদার পক্ষ থেকে একপ্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত।আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব,তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো। প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান থেকে অবতীর্ণহয় এবং তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী তাও তোমাদেরকে দেখানো হয়। "

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৪)

এখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটাও বলেছেন যে, দ্বিতীয় কুদরতের অপেক্ষায় সমবেত হয়ে দোয়া করতে থাক এবং প্রতিটি দেশে পুণ্যবানদের জামাতের সমবেতভাবে দোয়া করা উচিত। তিনি যখন এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, হিন্দুস্তানেই জামাত আহমদীয়া ছিল, গুটিকয়েকজন হয়তো বিদেশে ছিলেন। কিন্তু তিনি একরকমভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেন যে, প্রত্যেক দেশে মানুষ দোয়া করতে থাকুন, অর্থাৎ ভবিষ্যতে এমন যুগ আসবে যখন পৃথিবীতে সর্বত্র জামাত আহমদীয়ার প্রসার ঘটবে আর আজ আমরা সেই যুগ দেখছি, যখন পৃথিবীতে জামাত আহদীয়া বিস্তৃতি লাভ করেছে আর সর্বত্র খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার সম্পর্ক চোখে পড়ছে, দূর-দূরান্তের দেশের মানুষের মধ্যেও রয়েছে। আর খিলাফতের খামিসার নির্বাচনেরও সময়ও আপনারা দেখেছেন, কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষেরা সমবেত হয়ে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার নিয়েছে এবং বয়আত করেছে আর ইনশাআল্লাহ্ এই বয়আত ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে এবং মানুষ বয়আত করতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে সেই অনুসারেই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপারাজি দ্বারা আমাদের ভূষিত করতে থাকবেন। কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। এটা আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-ও এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

অতএব, আমাদের উচিত খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি আত্মত্যাগ ও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকা। আমরা যদি এমনটা করতে সক্ষম হই,তবে কিয়ামত পর্যন্ত আমরা খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকব, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে আর এর কৃপা থেকে লাভবান হতে থাকবে।

অনেকের ধারণা, আহমদীয়া জামাতেও হয়তো খিলাফত রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার এটাও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং যে হাদীসটি আমি পাঠ করেছি, সেখানে তিনি (সা.) যে কথা বলেছেন সেটাও এই একই কথা। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যা বলেছেন তা থেকেও স্পষ্ট হয় যে, জামাত আহমদীয়ার খিলাফত আধ্যাত্মিক খিলাফত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ইনশাআল্লাহ॥ আর এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, এমন কোন সময় আসবে না, যখন বলা যেতে পারে যে, এটা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একথা বলা শুরু করে যে, আহমদীয়া জামাতে রাজতন্ত্র তৈরী হয়ে গেছে। এটা কখনই হবে না। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, খিলাফত চিরকাল আধ্যাত্মিক খিলাফত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ইনশাআল্লাহ॥ আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের মাঝেও ঠিক সেইরূপে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, যেরূপে পূর্ববর্তীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল আর সেই খিলাফত রাজতন্ত্রের খিলাফত ছিল না। বরং আধ্যাত্মিকতার খিলাফত ছিল যার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ দিয়েছেন। কুরআন করীমে উল্লিখিত আম্বিয়াগণের ইতিহাস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি যে, সেগুলো ছিল সরাসরি আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত খিলাফত ব্যবস্থা , কিন্তু অপর একটি ব্যবস্থাপনাও আল্লাহ্ তৈরী করেছেন যা খোলাফায়ে রাশেদীনদের যুগে শুরু হয়েছে আর এখন সেটা এগিয়ে যাচ্ছে।

একবার হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, হয়তো এক সময় রাজতন্ত্র আসবে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন একথা জানতে পারেন, তখন তিনি কঠোরভাবে এই মতকে খণ্ডন করেন এবং বলেন, জামাত আহমদীয়ায় রাজতন্ত্র আসবে না, যতদিন আধ্যাত্মিকতা ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(সূত্র: আলফজল, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫২)

আর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন, যতক্ষণ সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হয়, এমন কোন ব্যবস্থাপনা জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে আসবে না যা তাঁর খিলাফতের ক্ষতি সাধন করতে পারে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব (রা.) খিলাফতের মর্যাদা ও তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি রাখতেন এবং খিলাফতের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনি বলতেন, আমি যদি কোন বিষয়ে নিজের কোন মতামত পোষণ করে থাকি আল খলীফাতুল মসীহ তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবং তাঁর মতামত ভিন্ন হয়, তবে আমার মনে কখনই একথার উদ্রেক হবে না যে আমারও নিজস্ব কোন মতামত রয়েছে। এই ছিল পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নমুনা।

যাইহোক এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুসারেই পরিচালিত হবে; কোন ধরণের জাগতিক রাজতন্ত্র এর মধ্যে আসবে না। যুগ খলীফা রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করে নামাযে জামাতের সদস্যদের জন্য দোয়া করেন। কোন বাদশাহ কি এমন কাজ করে থাকেন?

অতএব, এই কথাটি আমরা যদি স্মরণ রাখি আর এই অনুসারে আমলও করি, তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটা তারাই লাভ করবে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। অতএব, যতদিন আমাদের মাঝে সেই সব মানুষ বিদ্যমান, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, ততদিন তারাও এর থেকে অংশ পাবে আর আমরাও এই প্রতিশ্রুতি থেকে অংশ লাভ করতে থাকব। যদি এমনটি না হয়, তবে এমন লোকেরা পৃথক হয়ে যাবে। কিন্তু খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি কখনই টলবে না। ইনশাআল্লাহ্॥ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- ***'ওয়া ইন তুতিউহু তাহতাদু'*** অর্থাৎ যদি তোমরা আনুগত্য কর, তবে হিদায়াত পাবে এবং হিদায়াত লাভ করতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ সেই সব লোকদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্য কর্ম সম্পাদন করেছে। ঈমান ও পুণ্যকর্মের যে মাপকাঠি তা প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। পরিপূর্ণ আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে বহন কর, তবেই তোমরা প্রকৃত মোমেন হিসেবে পরিগণিত হবে। তবেই পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে আর এই কাজে ক্রমশ উন্নতি করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এই মান অর্জিত হলে খিলাফতের নেয়ামত থেকে আমরা লাভবান হতে থাকব। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং এর থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা এই খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে, তারা যেন আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য করে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলে।

মুসলমানদের মধ্যে এখন দেখুন, ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি আর আঁহযরত (সা.)-এর হাদীস অনুসারে আমরা এটাই দেখতে পাই যে, মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত খিলাফত, খিলাফতে রাশেদা সেই সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, যতদিন তারা আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে তুলে রেখেছিল। যখন তারা আনুগত্য থেকে সরে দাঁড়াল, তখন খিলাফত থেকেও বঞ্চিত হল। অতএব, একথা সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে যদি এর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে হয়, তবে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াও প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য আর খিলাফতের পরিপূর্ণ আনুগত্যও করার প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য এবং যুগ খলীফার আদেশ শিরোধার্য করা এবং তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ততর সম্পর্ক রাখাও প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য। তবেই সে হিদায়াতপ্রাপ্তও হবে, এর থেকে কল্যাণমণ্ডিতও হতে থাকবে যা এমন এক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'লা আবশ্যক আখ্যায়িতকরেছেন যে কিনা প্রকৃত মোমেন এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তা'লার এই খিলাফত ব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থাপনা যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের হৃদয়সমূহকে পরিবর্তন করেন। এটিই ঐশী সমর্থন আর চিরকাল প্রত্যেক খিলাফতের যুগে আমরা এটা প্রত্যক্ষ করেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) যখণ খলীফার পদে আসীন হলেন, তখন তাঁর সঙ্গেও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সমর্থন ছিল, যার ফলে মানুষ তাঁর বয়আত করেছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর যুগেও আমরা দেখেছি, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন তাঁর সঙ্গে ছিল আর এই সমর্থন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুতিসমূহকেও পূর্ণ করেছিল। ফলে জামাত পুনরায় একহাতে সমবেত হয়েছিল আর যারা খিলাফত ব্যবস্থাপনার বিপক্ষে ছিল কিম্বা ভবিষ্যতে খিলাফত টিকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে ছিল, তারা পৃথক হয়ে যায় আর (বর্তমানে) তারা নিজেদের গুরুত্ব হারিয়েছে। অতঃপর তৃতীয় খিলাফতের সময়েও আমরা দেখেছি, কিভাবে মানুষ একহাতে সমবেত হয়েছে। অতঃপর খিলাফতে রাবেয়ার যুগে আমরা দেখেছি কিভাবে মানুষ একত্রিত হয়েছে আর কোন প্রকারের অনিষ্টতামূলক কার্যকলাপ তাদেরকে ছত্রভঙ্গ হতে দেয় নি। অতঃপর খিলাফতে খামিসার যুগেও আমরা দেখেছি, যেমনটি আমি ইতিপূর্বে একাধিক উল্লেখ করেছি, মানুষ কিভাবে একত্রিত হয়েছে এবং তারা এমন বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন, যার কোনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

এখন বর্তমান সময়ে আমরা দেখুন, জামাত আহমদীয়াই একমাত্র (সংগঠন) যারা একসূত্রে গ্রোথিত আছে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত ও খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। একথা সত্য যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়ার উপর যারপরনায় অত্যাচারের ধারা অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে পাকিস্তানে এবং আরও কিছু কিছু দেশে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকলে নিজেদের ঈমানে অবিচল রয়েছে আর এসব কিছু সত্ত্বেও আমরা এ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি যে, এই সব অত্যাচার ও নির্যাতন আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের উপর যে পুরস্কার বর্ষণ করছেন, তার কোন তুলনাই হয় না। পাকিস্তানে দেখুন, ১৯৭৪ সালে জামাতের বিরুদ্ধে যে অরাজকতা নেমে এসেছিল, তা সত্ত্বেও জামাত ক্রমশ উন্নতি করতে থেকেছে এবং সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। ১৯৮৪ সালে জামাতের বিরুদ্ধে যে আইন প্রণীত হয়, তা জামাতের উন্নতির পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। যদিও যুগ খলীফাকে পাকিস্তান তথা মরকয রাবোয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, কিন্তু জামাতের উন্নতিতে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি। বরং বের হয়ে আসার পর আমরা এক নতুন বৈভব ও পরাক্রমের সাথে খিলাফতের উপর আল্লাহ্‌র কৃপা বর্ষিত হতে দেখেছি আর খিলাফতের ছত্রছায়ায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি বর্ষণের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। অতঃপর খিলাফতের রাবেয়ার যুগে আমরা দেখেছি, কিভাবে জামাত আহমদীয়া একের উপর উন্নতির ধাপ অতিক্রম করেছে এবং অনুরূপ এখনও আমরা দেখছি যে, জামাত আহমদীয়া উন্নতির পথে ধাবমান রয়েছে। শত্রুদের চরম নির্যাতন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও-বর্তমানে বিশেষ করে ২০১০ সালের পর থেকে বিরোধীরা ব্যপকহারে আমাদের মসজিদে আক্রমণ করে আহমদীদের শহীদ করেছে এবং এরপর প্রায়ই শাহাদতের ঘটনা হচ্ছে, কখনও কম আবার কখনও বেশি, খিলাফতে খামিসর যুগে অসংখ্য শাহাদত হয়েছে- কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ঈমানকে দোদুল্যমান হতে দেন নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মানুষের ঈমানে উন্নতি হচ্ছে,তারা শুধু নিজেদের ঈমানে অবিচলই নয়, বরং ক্রমশ ঈমানকে সুদৃঢ় করে চলেছে। একথাও সঠিক যে, কিছু মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে থাকে, কেউ কেউ হয়তো পিছনে থেকে যায়, কিন্তু অধিকাংশই নিজেদের ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে প্রতিদানও দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে প্রতিদান দিচ্ছেন। তারা বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পেয়েছে আর এভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে জাগতিক উন্নতিও দান করেছেন।

অনুরূপভাবে বহির্জগতে আমরা দেখতে পাই যে, অন্যান্য দেশে জামাত আহমদীয়া ব্যপকহারে প্রসার লাভ করছে। এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লার খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল যার পরিণাম এগুলি প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমরা দুশ তোরো বা চোদ্দটি দেশে জামাতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিষ্ঠাবানদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও রয়েছেন, যাদের সম্পর্কে জেনে আশ্চর্য হতে হয় যে কিভাবে তারা খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, অনেক ঘটনা বর্ণনা করে থাকি যে, কিভাবে আফ্রিকার গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আর নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির সত্ত্বেও তারা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি বুর্কিনাফাসোর ডোরি নাম স্থানে আট-নয় জন আহমদী শাহাদত বরণ করেছেন, তারা নিজেদের ঈমানের প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা বলে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)**

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad**

আমাদের শহীদগণ ঈমান রেখেছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আর আমরাও নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত আর খিলাফতের জন্য এবং খিলাফত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সকল প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তারা আমাকে এমন সব ভালবাসার বার্তা পাঠিয়ে থাকে যা পড়ে অবাক হয়ে ভাবি যে, সুদূর আফ্রিকার লোক, যাদেরকে আমরা অনেক সময় নিরক্ষর বলে মনে করি, তাদের মধ্যেও ঈমানের এমন উদ্যম ও উষ্ণতা রয়েছে যে, তাদের কথা ও ভাবাবেগ এবং খিলাফতের প্রতি তাদের পাগলপারা ভালবাসা অবর্ণনীয় ও অতুলনীয়।

অতএব, এটা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, খিলাফতে আহমদীয়ার চিরস্থায়ী হওয়ার বিষয়ে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেই চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মানুষের হৃদয়সমূহকেও ঈমান দ্বারা পূর্ণ করছেন এবং পূর্ণ করতে থাকবেন। আফ্রিকার একটি দেশে আমি গিয়েছি, সেখানে এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ছিলেন, যার হাত দুটো অকেজো ছিল। তিনি আমাকে সালাম করেন এবং আমার হাত শক্ত করে ধরেন, মনে হচ্ছিল যেন আমার হাত কোন ক্লাম্পের মধ্যে আটকে গেছে। তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখে আশ্চর্য হতে হয়। অথচ কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। এটা ছিল কেবল খিলাফতের প্রতি ভালবাসা। তাদের চোখ অশ্র সজল হয়ে ওঠত। পূর্বে কখনই সাক্ষাত হয় নি, কোন পরিচয় ছিল না, কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন যে, আশ্চর্য হতাম, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অঙ্গীকার করতেন যে, আমরা খিলাফতে আহমদীয়াকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত। আর এটা কেবল আমাদের অঙ্গীকার নয়, বরং আমরা তা পূর্ণ করে দেখাব। অসংখ্য মানুষ প্রতি বছর আমাকে চিঠি লেখেন এবং অনেক চিঠি এমন আছে-শিশু, মহিলা, যুবক এবং প্রবীণদের চিঠিতেও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ থাকে। আর এমন এমন ভালবাসার দৃশ্য রয়েছে যেগুলি দেখে মানুষ আশ্চর্য হয় যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে খিলাফতের জন্য এবং জামাতের জন্য এবং হযত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন আর ইসলামের উন্নতির জন্য তাদের অন্তরে কতটা ব্যকুলতা ও বেদনা তিনি সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এই জিনিষগুলিই খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর এগুলিকে অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলেছেন, তোমরা যদি এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, নিজেদের কর্মকে সৎ রাখ তবে এর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতগুলিতে একথাও বলেছেন যে, তারা ঈমানের ক্ষেত্রে এমন উন্নতি করবে যে তারা কখনও শিরক করবে না।

অতএব, সকল প্রকার শিরক থেকে বিরত থাকাও আমাদের জন্য জরুরী। সম্প্রতি আমি যুক্তরাজ্যের শূরার সভায় যে বক্তব্য দিয়েছিলাম, সেখানেও একথাই বলেছিলাম এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে একথা বলেছিলাম যে, যদি আমাদের মধ্যে, কোন কর্মকর্তার মধ্যে, আর কেবল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয় নি, বরং প্রত্যেক আহমদীকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন প্রকার আমিত্ব ও আত্মশ্লাঘা থেকে থাকে, তবে আমাদের মধ্যে শিরকের কলুষতা রয়েছে। অতএব, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে খিলাফতের কল্যাণ থেকে লাভ হতে চাই আর সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে চাই তবে আমাদেরকে সকল প্রকার শিরক, নিজেদের আমিত্ব ও অহংকার থেকে সম্পূর্ণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। আর এমন কর্মকর্তা এবং কর্মীরাও তখনই জামাতের জন্য কল্যাণকর সত্তা হতে পারবে যখন তাদের আমিত্ব ও অহংকার আর থাকবে না। আর কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই সব লোক এমন যারা নামায কায়েম করে, যারা যাকাত দান করে। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের পূর্ণ আনুগত্য করে। এরাই সেই সকল মানুষ, যাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা করবেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এখন যেহেতু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এই পুরস্কারের ধারা, খিলাফতের পুরস্কারের ধারা সূচিত করেছেন, এর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ স্মরণ রাখা উচিত। যারা খিলাফতের কল্যাণধারাকে অব্যাহত রাখতে কিম্বা খিলাফতের কল্যাণ লাভের জন্য পরিপূর্ণ আনুগত্য করে, এই প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখুন, কেননা, আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ আনুগত্য তারাই করে, যেমনটি আমরা জানি, আল্লাহ্ তা'লা বারবার আমাদের এ বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন যে, নামায কায়েম কর। অতএব, নামায কায়েম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রত্যেক আহমদী যে নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করে এবং নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায় এবং এর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে চায়, তার এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আমাদেরকে নামায কায়েম করার বিষয়ে পুরোপুরি মনোযোগী হতে হবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) নামায কায়েম করার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন, নামাযের সর্বোত্তম অংশ হল জুমআ, যেখানে ইমাম খুতবা পাঠ করে এবং উপদেশ দান করে আর যুগ খলীফা পৃথিবীর পরিস্থিতি দৃষ্টে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজন বিবেচনায় উপদেশ করে থাকেন যার মাধ্যমে জাতিগত ঐক্য ও সংহতির চেতনা গড়ে ওঠে। (সূত্র: তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৭৫)

যুগ খলীফা সকলের কিবলা একমুখি করে রাখেন। আজ আমরা দেখতে পাই যে, এর প্রকৃত চিত্র সামনে রয়েছে। আজ এম.টি.এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার ফলে যুগ খলীফার খুতবা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে, প্রত্যেকটি এলাকা, শহর ও গ্রামে শোনা ও দেখা যাচ্ছে আর কেবল এতটুকুই নয়, যুগ খলীফা যে সব কথা বলেন তা কেবল সামনে বসে থাকা লোকদের জন্য, বরং আফ্রিকা, তুর্কি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আমার কাছে এই মর্মে অনেক চিঠি আসে যে, আপনি যে কথা বলেন, মনে হয় সেগুলি আমাদের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর সেই কথাগুলি শুনে আমরা নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হতে পারি এবং আমাদের মাঝে এই চেতনা তৈরী হয় যে, সত্যিই খিলাফত ব্যবস্থাপনা এমন এক ব্যবস্থাপনা যা আমাদেরকে ঐক্যের সূত্রে গেঁথে রেখেছে। তাই এমন ধারণা করা যে, যা কিছু বলা হচ্ছে সেগুলি কেবল পাকিস্তানী চিন্তাধারার মানুষদের জন্য বা ইউরোপের কিছু মানুষদের জন্য- এমনটি সঠিক নয়, বরং চিঠিপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে সকল ঐতিহ্য রয়েছে, সেগুলির মধ্যে কিছু না কিছু এমন বিষয় রয়েছে যা অনেকাংশে অভিন্ন। যে কারণে মানুষ নিজের সংশোধন করার সুযোগ পেয়ে যায়। বর্তমানে আমি ইসলামি ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি। আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। সেখানেও এমন অনেক বিষয় এসে যায় যা আমাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ আর মানুষ এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও তারা সেই সব ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কেও অবগত হন। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যাচ্ছে আর এই প্রসঙ্গেই সাহাবাগণের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়েছে। আর বিভিন্ন সময়ে আঁ হযরত (সা.)-এর যে আদর্শ ছিল সেগুলিও জানা যাচ্ছে। এতেও অনেক বিষয় এমন রয়েছে যা তাদের ব্যক্তিগত সংশোধনের জন্যও উপযোগী আর তারা এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন। মানুষ সেকথাও স্বীকারও করছেন। অতএব, খিলাফতই সেই মাধ্যম যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন যার দ্বারা জামাত আহমদীয়ার মধ্যে ঐক্য তৈরী হয়েছে এবং পৃথিবীর দুশ পনেরোটি দেশে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এক জাতিসত্তায় পরিণত হয়ে এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা যাকাত প্রদানেরও আদেশ দিয়েছেন। এটিও সম্পদ শুদ্ধকরণের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। এর জন্য নিজেদের সম্পদকে পবিত্র করো। এর সঙ্গে অন্যান্য আর্থিক কুরবানির অন্তর্ভুক্ত।

আজ আমরা দেখতে পাই যে, কেবল জামাত আহমদীয়ার মাধ্যমেই এই আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর যুগ খলীফার আনুগত্যে পৃথিবীতে চাঁদাদানের মধ্য দিয়ে জামাত আহমদীয়ার সদস্য ও জামাতের চাহিদাবলী পূর্ণ হচ্ছে। একটি দেশে ঘাটতি থাকলে অন্য দেশের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূর্ণ হচ্ছে। আফ্রিকায় মানুষ যদিও বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করছে, কিন্তু সেই সব দেশের অবস্থা এমন যে তাদের উপার্জনের চায়তে তাদের ব্যয় অনেক বেশি। এই কারণে বাইরের দেশগুলি থেকে সেখানে টাকা পাঠানো হয় আর সেখানে এর মাধ্যমে স্কুল, হাসাপাতাল, মিশন হাউস এবং মসজিদের ব্যবস্থাপনা চলছে আর সেখানকার মানুষও এর জন্য অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি ব্যবস্থাপনার মধ্যে রেখে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। বিরুদ্ধবাদীরা এই সব দেশে পৌঁছেছে আর এমন কিছু

মহান আল্লাহর বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

স্থান রয়েছে যেখানে গিয়ে তারা বলে, তোমরা কাদিয়ানিয়াত ছেড়ে দাও। মির্যাইয়াত বা আহমদীয়াত ত্যাগ কর। আহমদীরা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলে না। কিন্তু যারা তাদের কাছে এসে এসব কথা বলে, সেই সব অ-আহমদীদেরকে তারা উত্তর দেয়, আজ পর্যন্ত তো তোমরা আমাদের কিছু শেখাও নি। আজ আহমদীয়া জামাত এসে আমাদের গ্রামে-গঞ্জে শহরে এসে মসজিদ তৈরী করেছে।আমাদের শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দিয়েছে। আমাদের স্কুলের সুযোগ সুবিধা এনে দিয়েছে। আমাদেরকে হাসপাতালও তৈরী করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে ধর্মও শেখাচ্ছে। কুরআন করীম পড়াচ্ছে। কুরআন করীমের অনুবাদ পড়াচ্ছে।তোমরা তো আজ পর্যন্ত কিছুই কর নি আর আজ তোমরা এসেছ তাদের বিরোধিতা করতে আর একথা বলতে যে, এরা মুসলমান নয়, আমাদের এসেছ জ্বালাতন করতে। এরা যদি মুসলমান না হয় তবে পৃথিবীতে আর কোথাও কোনও মুসলমান নেই। এই উত্তর দিয়ে থাকেন সেই নবদিক্ষিত আহমদীরা। অতএব এটাও খিলাফতের দ্বারা সূচিত ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে আর্থিক কুরবানীর চেতনা সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদা ও যাকাত দানের মাধ্যমে, এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর বৈধ খরচের স্থান বা প্রকৃত খরচের স্থানে সেগুলি খরচ হচ্ছে এবং দরিদ্ররা লালিত পালিতও হচ্ছে। অভাবীদের চাহিদাও মিটছে আর ইসলাম প্রসারের কাজও হচ্ছে। যাইহোক যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এমন কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যার কারণে অনেক স্থানে কিছু কঠোরতা সম্মুখীনও হতে হচ্ছে। যেমন বাংলা দেশ, কিছু আরব দেশ রয়েছে, আফ্রিককার কিছু দেশ রয়েছে, পাকিস্তান এবং আরও অনেক স্থান রয়েছে, ফিলিস্তিনেও বর্তমান সময়ে যে অল্প সংখ্যক আহমদী সেখানে রয়েছে, তারাও অনেক বিপদের মধ্যে রয়েছে।সামগ্রিকভাবে তো সেখানে পুরো ফিলিস্তিনী জাতিই বিপদের মধ্যে রয়েছে আর তাদের উপর অত্যন্ত বর্বরতপূর্ণ ও পাশবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এই জুলুম নির্যাতন থেকে মুক্তি দিন যা এই সব ফিলিস্তিনীদের উপর করা হচ্ছে। এই সব অত্যাচারীরা চেষ্টা করছে, সামগ্রিক জাতি নিধনের আর তারা এমনটিই করছে। আল্লাহ্ তা'লাই করুণা করুন। কিন্তু যাইহোক যারা আহমদী রয়েছেন,তারা সেই সমস্ত বিপদাপদ দেখা সত্ত্বেও এবিষয়ের উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে যে, আমাদের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে আর আমাদের চাহিদাও পূর্ণ করারও চেষ্টা করে।

পৃথিবীতে আমরা আজকাল দেখতে পাচ্ছি আর যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, বহু দুর্যোগ ও বিপর্যয় নেমে আসবে। কিছু বিপর্যয় তো প্রাকৃতিক, আর কিছু মানুষের নিজের ভুল ও নিজেদের দাম্ভিকতার কারণে পৃথিবীতে এক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে যুদ্ধ হচ্ছে আর নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। এরা যদি এখনও খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগী না হয়, তবে পৃথিবীতে এক বিনাশ নেমে আসবে যার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একাধিক বার করেছেন। অতএব যারা খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের কর্তব্য এবিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া যে, আমাদেরকে এই পৃথিবীকেও বিনাশ থেকে রক্ষা করতে হবে আর পৃথিবীর বিনাশ রুখে দেওয়া সংকল্প নিতে হবে। তাই এর জন্য চেষ্টাও করুন এবং চেষ্টা হল পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে আসার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা এবং এই বার্তা পোঁছে দেওয়ার জন্য নিজের সকল সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানো, এবং আল্লাহর বার্তা পোঁছনোর জন্য প্রাণ, সম্পদ ও সময় কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকা। একইভাবে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কও আল্লাহ্ তা'লার সাথে আরও দৃঢ় করতে হবে, যেন আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যেক আহমদীর উপর অবতীর্ণ হয় এবং সে নিজে ও তাঁর বংশধরণগণ এসব বিপদ ও বিনাশ থেকে রক্ষা পায়। কারণ এসব বিপর্য এত ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে যে ভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে,তা কল্পনাও করা যায় না।

অতএব, সর্বদা মনে রাখবেন, আজ পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হল খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে জুড়ে থাকা।

অতএব, এটা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, যেমনটি আমি বলেছি, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি দেশে আল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়াকে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে , খিলাফতে আহমদীয়াকে এমন মানুষ দান করেছেন যারা নিজেদের আত্মত্যাগের মান ক্রমশ উন্নত করছেন আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে যে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন তা পূর্ণ হতে দেখছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন যে, পৃথিবী ততক্ষণ ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা আমার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, কিছু আমার জীবদ্দশায় আর কিছু আমার (মৃত্যুর) পর। অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় এবং কিছু পরবর্তীকালে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেই সকল প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা আজও পূর্ণ করে যাচ্ছেন এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা এটা প্রত্যক্ষও করছে আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। অতএব, আমাদের মধ্যে সকলের কর্তব্য, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেগুলি থেকে অংশ পেতে, আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির প্রতিশ্রুতি থেকে লাভবান হতে নিজেদের ও পৃথিবীর মানুষের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের হৃদয়েও খোদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবহারিক অর্থে খোদা তা'লার একত্ববাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, আমরা যেন মানবজাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি পোষণকারী হই, নিজেদের হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত করি, প্রত্যেক পুণ্যের পথে বিচরণকারী হই, নিজেদের ঈমানকে রক্ষাকারী হই, পরিপূর্ণ আনুগত্যের নমুনা প্রদর্শনকারী হই এবং নিজেদের ঈমানে উত্তরোত্তর অগ্রগামী হই যাতে খোদা তা'লার নিকট আমাদের পদবিক্ষেপ সততার পদবিক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয় আর আমরা তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে লাভবান হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে যেন আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে জন্য প্রস্তুত থাকে আর বিভিন্ন সময়ে আমরা যে অঙ্গীকার করি, অঙ্গ-সংগঠনে তাদের সদস্যরাও অঙ্গীকার করে, সেই অঙ্গীকার যেন আমরা পালনকারী হই এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জীবদ্দশায় এমন যুগ নিয়ে আসুক যখন আমরা দেখব যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা সর্বত্র উড্ডয়ন করছে আর মানুষ দলে দলে আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে প্রবেশ করছে আর আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। যখন এমনটি ঘটবে, সেটাই সেই দিন হবে যা আমাদের জন্য আনন্দের দিন হবে। সেই দিনটিই আমাদের জন্য এমন আশিসময় দিন হবে যখন আমরা বলব, খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দান করেছিলেন, তার কল্যাণে আজ আমরা কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছি। আর সেই দিনটিই পৃথিবীকে বিনাশ থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের সংশোধন করার তৌফিক দান করুন এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৃথিবীতে পোঁছে দেওয়ারও তৌফিক দান করুন। আমীন।

নামাযের পর দুটি জানাযা পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হল মাননীয় কর্ণেল ডক্টর পীর মহম্মদ মুনীর সাহেবের। তিনি রাবোয়ার ফজলে উমর হাসপাতালের পরিচালক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি মূসী ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি নিজে বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এরপর ১৯৬৭ সালে তিনি ওসীয়্যত করে ওসীয়্যত ব্যবস্থায় যোগদান করেন। তাঁর চালচলন দেখে ১৯৯১ সালে তাঁর পিতামাতাও বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কর্ণেল পীর মহম্মদ মুনীর সাহেব চাকুরীজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর মুলতান জেলার নায়েব আমীর হিসেবে সেবাদানের তৌফিক লাভ করেন। ২০০৪ সালে তিনি রাবোয়ায় স্থানান্তরিত হন। অতঃপর তিনি ওয়াকফ করার পর চাকুরী জীবন থেকে অবসর নেন। তাঁকে ফজলে উমর হাসপাতালে নিযুক্ত করা হয়। জেনেরল ফিজিসিয়ন হিসেবে তিনি সেবা দান করেন। এরপর কিছুকাল পর তাঁকে ফজলে উমর হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই পদেও তিনি ১২ বছর যাবত অত্যন্ত নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সহানুভূতি সহকারে সেবাদান করেন, নিজের কর্তব্য পালন করেন। ২০১৭ সালের শারিরিক দুর্বলতার কারণে হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে সেবাদান করতে থাকেন এবং ই.এন.টি বিভাগে তিনি কাজ করেন। জামাতের জন্য ওয়াকফ হিসেবে তিনি ১৯ বছর সেবাদান করেছেন। তাঁর স্ত্রী আমাতুল মালিক সাহেবা হযরত ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেবের দৌহিত্রী। তিনি বলেন, অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা, দয়াবান স্বামী এবং সমগ্র পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন। ষাট বছর তিনি আমার জীবন সঙ্গী ছিলেন। অত্যন্ত কোমল স্বভাব এবং যত্নশীল ব্যক্তি ছিলেন। আমার পিতামাতা, ভাইবোন এবং নিজের পিতামাতার প্রতি সমান যত্নবান ছিলেন। সব কিছুর উপর মানবতাকে অগ্রাধিকার দিতেন। ডিউটি থেকে দেরি করে যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দিতেন, অন্যদের কাজ ফাইল-পত্রের সাথে, যখন খুশি ফাইল গুটিয়ে দাও, কিন্তু আমার কাজ মানুষের সাথে। আমার কারবার তাদের সাথে আর তাদের প্রয়োজনাদির বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আমার কর্তব্য। একদিন

এরপর ১১ পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

জুমআর খুতবা

যদি আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব উত্তরের পরিবর্তে আল্লাহ তা'লার সামনে নত হই, নামাজগুলো সুন্দরভাবে আদায় করি, সেজদায় এমন ব্যথাবেদনা সৃষ্টি করি যাতে আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমান দ্রুত জেগে ওঠে, তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই এর চেয়ে অনেক উত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারি যা এই লোকেরা তাদের জবাব দেওয়ার মাধ্যমে অর্জন করতে চায়।

ভুল ভাষা ব্যবহার করা বা এমনভাবে আপত্তির জবাব দেওয়া আমাদের কাজ নয়, যার ফলে নিজের অজান্তে আমাদের মুখ থেকে এমন শব্দ বেরিয়ে যায় যা কোনোভাবে কারো সম্মানহানির কারণ হতে পারে। আর এটিকে লুফে নিয়ে বিরোধীরা বলবে যে, আমরা নাউযুবিল্লাহ মহানবী (সা.)-এর অবমাননা বা সাহাবীগণের (রা.) অবমাননাকারী, আমাদের সবকিছু মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গিত। তিনিই সেই খাতামুল আম্বিয়া যিনি আল্লাহ তা'লার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী। তাঁর সঙ্গী ও সাহাবীদের সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে এমন সব (প্রশংসাসূচক) কথা বলেছেন, এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন যা তাদের ধারণারও উর্ধ্বে, অর্থাৎ আমাদের বিরোধীরা যেসব কথা বলে। আমি আমার জামা'তকেও এই উপদেশ দিই যে, তাদের উচিত বিরোধীদের গালি শুনে সহ্য করা এবং কখনোই গালির উত্তরে গালি না দেওয়া। কারণ এভাবে বরকত হারিয়ে যায়। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ৬ জুলাই, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (৬ই এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার উপকারিতা রয়েছে এবং এটিকে কাজে লাগানো হয়, সেখানে কিছু এমন বিষয়ও রয়েছে যা কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। আর এটিকে কাজে লাগিয়ে আজকাল বিরোধীরা আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিন্দনীয় কথাবার্তাও বলে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে তারা এমন মিথ্যা ও নোংরা কথা বলে যে, সেগুলো শুনে একজন আহমদীর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। কিছু আহমদীও এর প্রত্যুত্তরে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্ত করে থাকে। তাদের সদিচ্ছা থাকলেও কখনো কখনো এমন শব্দ বেরিয়ে যায় যার ভুল অর্থ করা যেতে পারে। এটি আমাদের রীতি নয়, এ থেকে একজন আহমদীর বিরত থাকা উচিত।

ভুল ভাষা ব্যবহার করা বা এমনভাবে আপত্তির জবাব দেওয়া আমাদের কাজ নয়, যার ফলে নিজের অজান্তে আমাদের মুখ থেকে এমন শব্দ বেরিয়ে যায় যা কোনোভাবে কারো সম্মানহানির কারণ হতে পারে। আর এটিকে লুফে নিয়ে বিরোধীরা বলবে যে, আমরা নাউযুবিল্লাহ মহানবী (সা.)-এর অবমাননা বা সাহাবীগণের (রা.) অবমাননাকারী, অথচ আমাদের হৃদয়ে তাঁর (সা.) ও সাহাবীগণের যে মর্যাদা রয়েছে, তার কোটি ভাগের একভাগও এই লোকদের মনমস্তিষ্কে নেই।

আমাদের সবকিছু মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গিত। তিনিই সেই খাতামুল আম্বিয়া যিনি আল্লাহ তা'লার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী। তাঁর সঙ্গী ও সাহাবীদের সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে এমন সব (প্রশংসাসূচক) কথা বলেছেন, এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন যা তাদের ধারণারও উর্ধ্বে, অর্থাৎ আমাদের বিরোধীরা যেসব কথা বলে।

সুতরাং আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর যে মর্যাদা বিদ্যমান ও বিরাজমান কেউ এর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। শুধু মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা নয় বরং তাঁর সাহাবীগণের-ও বড় মর্যাদা আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান। অতএব এই বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং এমন কথা বলা থেকে প্রত্যেক আহমদীর বিরত থাকা উচিত যা থেকে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে বা ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার যেকোনো প্রকারের আশঙ্কা থাকে। কিছু আহমদী মনে করে, এই জবাব দিয়ে তারা বড় ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করেছেন। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তাদের উত্তরও এটিই হয়ে থাকে, অথচ এই নামসর্বস্ব ধর্মীয় আত্মাভিমান আসলে অজ্ঞতা। যদি আহমদী হয়ে কেউ এমন কথা বলে যার কোনো প্রকার ভুল অর্থ করা যেতে পারে তাহলে সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও জামা'তের দুর্নামকারী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"তোমাদের ধৈর্য ধরতে হবে এবং সর্বদা সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। এক স্থানে তিনি বলেন, তারা আমাকে গালি দেয়, কিন্তু আমি তাদের গালির পরোয়া করি না এবং এর জন্য দুঃখও করি না, কারণ তারা অক্ষম হয়ে গেছে আর গালি দেওয়া ছাড়া তারা তাদের অক্ষমতা ও হীনমন্যতা আর কোনোভাবে ঢাকতে পারে না।"

তারা এই নীচতা ও হীন অস্ত্র ব্যবহার করছে কারণ তাদের কাছে কোনো দলিল নেই, কোনো জবাব নেই; তারা শুধু গালি দিতে চায়। তিনি বলেন, তারা কুফরী ফতোয়া দিক, মিথ্যা মামলা করুক এবং নানা রকম অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করুক। তারা তাদের সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে আমার

মোকাবিলা করুক এবং দেখুক যে, চূড়ান্ত ফয়সালা কার পক্ষে হয়। অর্থাৎ, তোমাদের যত চেষ্টা করার আছে করো, কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমার সাথে আছেন, শেষ ফয়সালায় তোমরা দেখতে পাবে যে, তিনি কার সাথে আছেন। তিনি বলেন, আমি যদি তাদের গালি নিয়ে মাথা ঘামাই তাহলে আসল কাজ যা খোদা তা'লা আমার ওপর অর্পণ করেছেন সেটি অধরা রয়ে যায়। তাই যেখানে আমি তাদের গালির পরোয়া করি না।

সেখানে আমি আমার জামা'তকেও এই উপদেশ দিই যে, তাদের উচিত বিরোধীদের গালি শুনে সহ্য করা এবং কখনোই গালির উত্তরে গালি না দেওয়া। কারণ এভাবে বরকত হারিয়ে যায়।

তারা যেন ধৈর্য ও সহনশীলতার নমুনা প্রদর্শন করে এবং উন্নত আচার আচরণ দেখায়।

নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, আবেগ ও বিবেকের মাঝে বিপজ্জনক শত্রুতা রয়েছে। যখন আবেগ ও রাগ আসে তখন বিবেক লোপ পায়। কিন্তু যে ধৈর্য ধরে এবং সহনশীলতার নমুনা দেখায়, তাকে একটি আলো দান করা হয়, যার ফলে তার বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তিতে একটি নতুন আলো সৃষ্টি হয় এবং তারপর সেই আলো আলোর জন্ম দেয়।

ক্রোধ ও আবেগের সময় যেহেতু মন-মস্তিষ্ক অন্ধকার হয়ে যায়, তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকার সৃষ্টি হয়।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮০)

সুতরাং এটি সেই পাঠ যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। আর এই যে কিছু লোক আলেম সাজে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় জবাব দেওয়া শুরু করে দেয়, নামধারী অ-আহমদী মোল্লাদের কৃত আপত্তির জবাব দিতে শুরু করে, তাদের এটি থেকে বিরত থাকা উচিত। আর যদি উত্তর খুঁজতে হয়, তাহলে জামাতের বই-পুস্তকের গভীর জ্ঞান রাখে এমন আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত এবং এর জবাব এমনভাবে দেওয়া উচিত যা প্রকৃত অর্থেই বস্তুনিষ্ঠ এবং তাদের যুক্তি ও আপবাদকে খণ্ডনকারী হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা, যা প্রকৃতপক্ষে সঠিক ইসলামী শিক্ষা, সে অনুসারে চলুন, নতুবা আপনারা জামা'তে থেকেও জামা'তের জন্য দু র্নাম বয়ে আনবেন।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দুষ্টদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং সেই লোকদেরও বুদ্ধি দিন যারা মিথ্যা ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শনকারী এবং কখনো কখনো অকারণে কিছু শব্দ ব্যবহার করে অশান্তি ছড়ানোর কারণ হয়ে যায়।

যদি আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব উত্তরের পরিবর্তে আল্লাহ

শেষাংশ শেষের পাতায়....

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯))

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আয় অনুপাতে চাঁদা দান এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনারা গুরুত্ব ও কল্যাণ।

–সৈয়্যদ কলীমুদ্দীন সাহেব, মুরুব্বী ও কাজি সিলসিলা আহমদীয়া

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ (سورة البقرة:262)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল 'আয় অনুপাতে চাঁদা দান এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনারা গুরুত্ব ও কল্যাণ।"

আমার তিলাওয়াত কৃত আয়াতের অর্থ–'যাহারা নিজেদের ধন–সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি দান করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী। (আল বাকারা: ২৬২)

এই আয়াতে একটি চমৎকার উদাহারণের মাধ্যমে আর্থিক কুরবানীর কল্যাণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় কর তবে যেভাবে একটি শস্যদানা থেকে আল্লাহ্ তা'লা সাতশ শস্যদানা সৃষ্টি করেন, অনুরূপে তিনি তোমাদের ধন–সম্পদকেও বৃদ্ধি করবেন। এমনকি এর থেকেও বেশি উন্নতি দান করবেন। অর্থাৎ বৃদ্ধিলাভের কোন সীমা নেই এবং এর প্রকারভেদেরও কোন সীমা নেই। অনুরূপভাবে বিভিন্নভাবে কুরআন করীমে মোমেনদেরকে আর্থিক কুরবানীর উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাকিদ করা হয়েছে। বস্তুত আর্থিক কুরবানী ইবাদতেরই একটি অংশ, যার সম্পর্ক হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ উভয়ের সঙ্গেই। সম্পদ দ্বারা ধর্ম প্রচার, মোমেনদের তালিম–তরবীয়ত, দেশ ও জাতির সেবা করা হয় এবং দরিদ্র ও অভাবীদের চাহিদাবলী পূরণের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয় আর এটি ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! এটি ইসলামের পুনরুত্থানের যুগ যার ভিত্তি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর মাধ্যমে রেখেছেন আর তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এই সিলসিলার উন্নতির অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। এটি তাঁর অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে আখারীনদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদের নিজেদের দায়িত্বাবলী অনুধাবন করাও আমাদের কর্তব্য। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন–

'দেখ, যারা নবীর যুগ পেয়েছিলেন, ধর্ম প্রচারের জন্য কতভাবেই না তারা আত্মাত্যাগ করেছিলেন। যেভাবে এক ধনী তার প্রিয় ধন–সম্পদ ধর্মের পথে উপস্থিত করে দিয়েছেন, সেভাবেই দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ানো ভিক্ষুক নিজের সাধের রুটির টুকরায় পূর্ণ থলে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বিজয় আসা পর্যন্ত তারা এইরূপই করেছেন। মুসলমান হওয়া সহজ নয়। মু'মিন উপাধি পাওয়াও সহজ নয়। অতএব, হে লোক সকল! মু'মিনগণকে যে সত্যের রূহ দেওয়া হয়ে থাকে, যদি তোমাদের মাঝে তা থাকে তবে আমার এই আহ্বানকে ভাসা–ভাসা দৃষ্টিতে দেখো না। পুণ্য অর্জনের চেষ্টা কর। খোদা তা'লা আকাশ থেকে তোমাদের দেখছেন, এ পয়গাম শুনে তোমরা কি উত্তর দাও।

(ফতেহ ইসলাম, পৃ:৫২)

তিনি আরও বলেন, আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে সতর্ক করতে। অতএব, জেনে রাখ! খোদা তোমাদের কর্মসমূহ দেখছেন এবং তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যাতে তোমরা নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে তাঁকে সাহায্য কর। তোমরা কি আনুগত্য করবে? তোমাদের মধ্য থেকে যারা খোদাকে সাহায্য করবে, খোদা তাকে সাহায্য করবেন। আর যা কিছু সে খোদাকে দিয়েছে, খোদা কিছুটা বর্ধিতাকারে তাকে ফেরত দিবেন এবং তিনি সকল অনুগ্রহকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৫৩)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! ইতিহাস সাক্ষী আছে , যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই আহ্বানে তাঁর সাহাবাগণ প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন আর আর্থিক কুরবানীর এমন উৎকৃষ্টমানের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যাতে ইসলামের প্রথম যুগের স্মৃতি জেগে ওঠে। যেভাবে আঁ হযরত (সা.)এর সাহাবাগণ আর্থিক কুরবানীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সাহাবাগণও ইসলামকে সম্মানের আসনে পোঁছে দিতে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন এবং আর্থিক কুরবানীর এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা আগামী প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

তাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মসমীক্ষা করা উচিত যে, তারা কি আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সামর্থ্য অনুসারে নিষ্ঠাসহকারে তাঁর পথে ব্যয় করছে? যদি করে থাকে তবে তাকে সাধুবাদ। আর যদি এক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা বা শিথিলতা থাকে তবে তা তার জন্য উদ্বেগের বিষয়। সে নিজের উপর অত্যাচার করছে এবং নিজেকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখছে। খোদার কাজ কখনই থেমে থাকবে না। তাঁর ধর্ম অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।

'গরজ রুকতে নেহিঁ হারগিয খোদা কে কাম বান্দেসে/ ভালা খালিক কে আগে খালক কি কুছ পেশ যাতি হ্যায়।'

অর্থাৎ, বস্তুত, বান্দাদের কারণে খোদার কাজ কখনো থেমে যায় না। স্রষ্টার সামনে সৃষ্টজীব (মানুষ)–এর কি–ই বা ক্ষমতা!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে বলেছেন–

"তোমরা নিশ্চয় জেনে রেখো, এই কাজ স্বর্গীয় আর তোমাদের সেবা কেবল তোমাদের কল্যাণার্থেই। তাই, তোমাদের অন্তরে যেন আত্মশ্লাঘা দানা না বাঁধে কিম্বা যেন এমন চিন্তার উদ্রেক না হয় যে তোমরা আর্থিকভাবে বা অন্য কোন প্রকারের সেবা কর। আমি বার বার তোমাদের বলছি, খোদা আদৌ তোমাদের খিদমতের মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনি যে তোমাদের খিদমতের সুযোগ দেন, এটাই তাঁর অনুগ্রহ।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৮)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! যেমনটি আমরা সকলে অবগত আছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর তিরোধানের পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মিশনকে অব্যাহত রেখে সেটিকে পূর্ণতায় পোঁছে দিতে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জামাত আহমদীয়ার মাঝে আশিসময় খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত আকদস (আ.) এর বাণীর আলোকে তাঁর খোলাফাগণ আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে আমাদের বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছেন। এমতাবস্থায় খলীফাতুল মসীহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য, যাতে ইসলামের বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বিজয়ের দিন নিকট থেকে নিকটতর হয় আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর জামাভুক্ত বলে পরিগণিত হই। হুযুর (আই.)–এর উত্তরাধিকারী হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন–

'আমরা সব সময় চাই আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও চাইতেন যে জামাতের সদস্যরা যেন খোদার পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করে, কিন্তু প্রত্যেক যুগে এই মান পরিবর্তিত হতে থেকেছে।..... আধলি থেকে এই আহ্বান শুরু হয়েছিল, পরে তা পয়সা এবং ক্রমশ দু' পয়সায় পোঁছে যায়। তখন বলা হল, এখন দু' পয়সার প্রশ্ন ওঠে না, তিন পয়সা করে দাও। তিন পয়সা দিতে থাকলে বলা হল এখন চার পয়সা করে দাও। এরপর এক সময় এল যখন বলা হল নিজের অস্থাবর সম্পদ ও উপার্জন থেকে ওসীয়ত কর। এই ওসীয়ত থেকেও অন্ততপক্ষে এক–দশমাংশ দেওয়ার অনুরোধ করা হল।

এরপর বলা হল এক–দশমাংশও অনেক কম, তোমাদের এক–নবমাংশ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে সামর্থ্য দান করেছেন তারা এর থেকে বেশি কুরবানী করুন।"

(মজলিসে মুশাবিরাত–এ প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৪৬ সাল)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ইসলামের প্রসার এবং জামাতের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও তরবীয়তের কাজকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য হুযুর (আ.)–এর বাণী ও অভিপ্রায় অনুসারে জামাতের সদস্যদের উপর আর্থিক সহায়তা করাকে আবশ্যক বলে ঘোষণা করেন। এর মধ্যে কিছু চাঁদা আবশ্যিক আর কিছু ঐচ্ছিক। আবশ্যিক চাঁদার মধ্যে বিশেষ করে যাকাত, ওসীয়তের চাঁদা, চাঁদা আম এবং জলসা সালানার চাঁদা অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক আহমদী যে আয় করে, তা যে প্রকারই হোক না কেন, যদি না সে ওসীয়ত করে থাকে তবে সে তার উপার্জনের ১/১৬ অংশ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে চাঁদা হিসেবে উপস্থাপন করবে। এটাই হল চাঁদা আম। অনুরূপভাবে জলসা সালানার চাঁদা হল কোন ব্যক্তির আয়ের ১/১২০ অংশ, সে মূসী হোক বা না হোক। এছাড়াও যুগ খলীফার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে ভাবে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করা হয়, সেই সব চাঁদায় প্রত্যেকের নিজের

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

আন্তরিকতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করার বিষয়টি ব্যক্তির উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। এগুলোকে বলা হয় ঐচ্ছিক চাঁদা।

অতএব, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদী যার কিছু না কিছু উপার্জন আছে, উপরোক্ত অনুপাত মেনে যদি চাঁদা আম এবং জলসা সালানার চাঁদা দান করে তবে তাকে বলা হবে বা-শারাহ বা নিয়মানুপাত চাঁদাদাতা। অতএব, আমাদের আত্মসমীক্ষা করার প্রয়োজন আছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে কতটা আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করছি, আমাদের কুরবানী মান কেমন, আমাদের চাঁদা সঠিক অনুপাতে দেওয়া হচ্ছে কিনা, আমরা নিয়মনিষ্ঠভাবে চাঁদা দিচ্ছি কিনা। যদি না হয় তবে আমরা নিজেদের উপর জুলুম করছি এবং নিজেদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করছি। আমরা যদি সঠিক অর্থে আর্থিক কুরবানী না করে থাকি আমরা অনেক বড় পুণ্য ও খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত থাকব। আর এর যে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে তা কল্পনা মাত্রই অন্তর কেঁপে ওঠে। তাছাড়া এটাও অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকে বাজেট লেখায় কিন্তু চাঁদা দেওয়ার প্রতি মনোযোগ থাকে না। এমন মানুষদের জন্যও ভীতির কারণ রয়েছে।

যেমনটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

'যে ব্যক্তি খোদা তা'লার ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে কিছু দান করে সে খোদা তা'লার সাথে লেনদেন করে আর সেই লেনদেন পূর্ণ না করার কারণে খোদার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে আর যতটা ঘাটতি থেকে যায় সেটা হল তার নামে বকেয়া। যদি সে ইহকালে তা পরিশোধ না করে তবে খোদার সামনে যখন উপস্থিত হবে, তখন খোদা তা'লা বলবেন, যাও জাহান্নামে বকেয়া পরিশোধ করে এস।"

(মজলিসে মুশাভিরাত-এ প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৩৩ সাল)

অতএব, আবশ্যক চাঁদার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। এক, আয় অনুসারে নিজের চাঁদার বাজেট লেখানো, দুই- চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রেও নিয়মানুবর্তীতা থাকা বাঞ্ছনীয় আর এটাই প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য।

আয় অনুপাতে চাঁদা দানের বিষয়ে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

'যে সব মানুষ আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও মনের মধ্যে কার্পণ্য অনুভব করে, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, সমস্ত চাঁদা আল্লাহ্ তা'লা কৃপা একত্রিত করার মাধ্যম। তাই যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের ১/১৬ অংশ দিয়ে থাকেন তবে তাতে চাঁদাদাতার মঙ্গল। আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন, আমি তোমাদের সম্পদকে সাতশ গুণ বা ততধিক গুণ বর্ধিতাকারে ফেরত দিয়ে থাকি। তাই আল্লাহ্ তা'লাকে নিজেদের সম্পদের যে উৎকৃষ্ট অংশটুকু তোমরা কেটে দিচ্ছ সেটা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে একজন মোমেনকে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, সব সময় বৈধ উপায়েই উপার্জন কর, কেননা, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উৎকৃষ্ট সম্পদ তখনই উপস্থাপন করতে পারবে যখন বৈধ উপায়ে তা অর্জিত হয়। ..... তাই চাঁদা দাতা যখন এই সব বিষয়গুলি দৃষ্টিপটে রাখে, তখন তার অর্থকড়ি ও আয়-উপার্জন নিজে থেকেই পবিত্র হয়ে যাবে। এই আর্থিক কুরবানী তার জন্য আত্মশুদ্ধির কারণ হবে। আর এইরূপে সে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনকারীতে পরিণত হবে এবং আঁ হযরত (সা.) যে দোয়া করেছেন, সেই দোয়ারও উত্তরাধিকারী হবে।"

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ৩১শে মার্চ, ২০০৬)

বস্তুত, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের সঙ্গে খোদা তা'লার যে প্রতিশ্রুতি আছে, আমরা তা থেকে উপকৃত হতে পারব, যখন আমরা আমাদের প্রিয় ইমামের আনুগত্যতায় তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে পবিত্র উপার্জন থেকে বা-শারাহ চাঁদা দানের বিষয়ে দায়বদ্ধ হব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল রাবে (রাহে.) বলেন-

"আর যারা খোদা তা'লার পথে কুরবানী করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানী রেখে দেন না। আপনারা কি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখেছেন যে কি না আর্থিক কুরবানী করেছে অথচ তার সন্তানেরা অনাহারে রয়েছে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পরিবারকেই দেখুন! খোদা তা'লা কৃপা বর্ষণ করেছেন। .... এগুলো সেই সেই কয়েক টুকরো রুটির কল্যাণে লাভ হচ্ছে যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদার পথে কুরবান করেছিলেন। নবুয়্যত লাভের পূর্বেই তিনি সমস্ত কিছু খোদার দরবারে নিবেদন করেছিলেন। এটা তারই দান যা ভোগ করা হচ্ছে। কেবল এটাই নয়, শত শত আহমদী পরিবারও এই ধরণের কুরবানীর ফল ভোগ করছে। তাঁদের পিতামাতারা ভীষণ অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন। যতটুকু উপার্জন করতেন তার থেকে সঞ্চিত রেখে খোদার দরবারে পেশ করেছেন আর আজ তাদের সন্তানদেরকে চেনা যায় না। কোথা থেকে এসেছে আর কোথায় পৌঁছে গিয়েছে! তাদের থেকে যারা পিছিয়ে পড়েছিল, যারা কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদের চেহারা ভিন্ন, তাদের পরিবেশ ভিন্ন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি ভিন্ন। আর যারা আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করেছিল তাদের সন্তানদেরকে খোদা তা'লা প্রভূত বরকত দান করেছেন। কিন্তু চেনা এবং উপলব্ধি করার দরকার আছে। যতদিন এই অনুভূতি বেঁচে থাকবে এই জামাত এগিয়ে যেতে থাকবে। যদি এই অনুভূতি হারিয়ে যায় আর আমরা এমন বিভ্রান্তির শিকার হই যে এগুলো আমাদেরই বিচক্ষণতা ও প্রচেষ্টার পরিণাম, তবে সমস্ত বরকত আমাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। তবে ভয় কিসের? খোদার পথে দানকারীরা কখনও ব্যর্থ হয় নি।"

(খুতবা জুমআ, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২)

অতএব, আমাদের আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে, বিশেষ করে আবশ্যিক চাঁদার দিকটি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। খোদা ভীতি ও তাকওয়া সহকারে সামর্থ্য ও আয় অনুপাতে খোদা প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁর সমীপে নিবেদন করা প্রয়োজন। কেউ যদি সত্যিই কোন অসুবিধের কারণে নিজেকে আয় অনুপাতে চাঁদা দানে সক্ষম না ভাবে, তবে এমন ব্যক্তি পূর্ণ সততার সাথে নিজের সঠিক আয় এবং অস্বাচ্ছন্দের কথা জানিয়ে খলীফাতুল মসীহকে নির্ধারিত অনুপাত থেকে কম অনুপাতে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি নিতে পারে। কিন্তু তথ্য গোপন করে ভুল তথ্য দিয়ে পাপের ভাগীদার হওয়া উচিত নয়।

যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"অনেকে অসুবিধের কারণে নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে যদি চাঁদা দিতে না পারে তবে, অব্যহতি নিক। ভুল তথ্য দেওয়ার পরিবর্তে নির্ধারিত অনুপাতের চেয়ে কম হারে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি গ্রহণ করাই সততার পরিচায়ক। আর আমি এ বিষয়ে একাধিক বার বলেওছি যে, এমন ব্যক্তিদের বিনা প্রশ্নে নির্ধারিত অনুপাতের চেয়ে কম অনুপাতে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। তাই যারা নিজেদের আয় সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়,তারা মিথ্যা বলে পাপ করে। দ্বিতীয়ত, এই ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে নিজেদের অর্থ সম্পদের জন্যও অকল্যাণ ডেকে আনে। সব সময় মনে রাখা উচিত যে, যে- খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে উন্নতি দান করেছেন, তিনিই আবার যে কোন সময়ে এমন লোকদেরকে সমস্যায় ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অতএব, খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখা উচিত।

আসল যে কথাটি আমি এখানে বলতে চাই সেটি হল, আর্থিক কুরবানী তরবীয়ত ও আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যম। যদি কিছু পরিমাণ আর্থিক কুরবানী করেও থাকে আর ভুল তথ্য দিয়ে নিজের আয় গোপন করে, তবে আর্থিক কুরবানীকারীদের আত্মশুদ্ধির বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা থেকে তারা লাভবান হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা অন্তর্যামী, তিনি মানুষের সকল বিষয়ে অবগত, কোনও কিছুই তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। তাই এমন আর্থিক কুরবানীও কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। "

(খুতবা জুমআ, ৩১শে মার্চ, ২০০৬)

অতএব আয়ের নির্ধারিত অনুপাতে চাঁদা দেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমরা যখন সঠিক অর্থে সততা ও তাকওয়া সহকারে চাঁদা দান করব, তখন আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ ও আশিসমূহ থেকে অবশ্যই লাভবান হব। আমাদের অর্থসম্পদেও বরকত হবে আর খোদার সন্তুষ্টিও লাভ হবে। অতএব, আমাদের উচিত নিজেদের আবশ্যিক চাঁদার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং পূর্ণ সততার সাথে শারাহ বা নিধারিত অনুপাত মেনে চাঁদা দান করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

এখন আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি বর্ণনা করব।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

তাঁর মৃত্যু সন্নিহিত সময়ে জামাতকে দুটি বিষয়ের ওসীয়্যত করেছিলেন। এক, কুদরতে সানিয়া বা দ্বিতীয় কুদরত। অর্থ খিলাফতের উদ্ভব। দ্বিতীয়, ঐশী ব্যবস্থা ওসীয়তের অন্তভুর্ক্তি। হুযুর (আ.) তাঁর রচনা 'আল ওসীয়ত' পুস্তিকায় বিস্তারিতভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের বিজয়ের যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন তার জন্য তাঁর পর সেই খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকো। দ্বিতীয়, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে ওসীয়ত করতে হবে। এখন ওসীয়ত ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কিছু বলব। وَبِاللّٰہِ التَّوْفِیْق।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-"আমাকে একটা জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, এটা তোমার কবরস্থান হবে। আমি একজন ফিরিশতাকে দেখেছি, সে ভূমি জরিপ করছে। তখন সে একস্থানে পৌঁ ছে আমাকে বললো, "এটা তোমার কবরস্থান।" পুনরায় একস্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রূপার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ছিল। যার মাটি পুরোটাই ছিলো রূপার। তখন আমাকে বলা হলো, "এটা তোমার কবর।" আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং সেই স্থানের নাম রাখা হয়েছে 'বেহেশতী মাকবেরা' এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে উক্ত স্থান জামা'তের সেসব মনোনীত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্র যাঁরা 'বেহেশতী'।"

অতঃপর বলেন,

"যখন আমার মৃত্যু সম্বন্ধেও বার বার খোদার ওহী হয়েছে সেজন্য দ্রুত কবরস্থানের ব্যবস্থা করা আমি সঙ্গত মনে করি । এজন্য আমি আমার বাগানের কাছে নিজ মালিকানাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি এবং আমি দোয়া করছি খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং একেই 'বেহেশতী মাকবেরায়' পরিণত করেন। জামা'তের সেসব পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের যেন এটা নিদ্রাস্থান হয়, যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন, সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মাঝে এক পুণ্য পরিবর্তন সাধন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

(আল ওসীয়ত, পৃ: ২০-২২)

"যেহেতু আমি এ কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ পেয়েছি এবং খোদা এটাকে শুধু 'বেহেশতী মাকবেরা'ই বলেননি বরং এও বলেছেন, অর্থাৎ-'সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এ কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নেই যাতে এ কবরস্থানবাসীদের অংশ নেই।' সেজন্য খোদা আপন প্রচ্ছন্ন ওহীর মাধমে আমার মন এ বিষয়ের দিকে ধাবিত করেছেন, যেন এ কবরস্থানের জন্য এমন শর্ত নির্ধারণ করা হয় যে, শুধুমাত্র সেসব লোকই এতে প্রবেশ লাভ করতে পারবেন যারা সত্যনিষ্ঠা ও পূর্ণ সাধুতা বশত এগুলো পালন করেন। সুতরাং এ শর্তগুলো তিনটি:

১)প্রথম শর্ত হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি এ কবরস্থানে সমাহিত হতে চান তিনি নিজ অবস্থানুযায়ী এই ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করবেন। এই চাঁদা শুধুমাত্র সেসব লোকদের কাছেই দাবি করা হলো অন্য কারো কাছে নয়।

(২) দ্বিতীয় শর্ত-সমগ্র জামা'ত থেকে এই কবরস্থানে শুধুতিনিই সমাহিত হবেন যিনি এই ওসীয়্যত করবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের দশমাংশ এই সিলসিলার নির্দেশক্রমে ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর ওসীয়্যত এর চেয়েও অধিক লিখে দিতে পারবেন কিন্তু এর চেয়ে কম হবে না।

(৩) তৃতীয় শর্ত-এ কবরস্থানে যারা সমাহিত হবেন, তারা হবেন মুত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম থেকে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শির্ক ও বিদাতের কাজ করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন।"

(আল ওসীয়ত, পৃ: ২২-২৪)

এখানে এবিষয়টি স্পষ্ট করা সমীচীন হবে যে, কোন ব্যক্তি ওসীয়্যত করার পর ওসীয়তের শর্ত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করল, কিন্তু যদি সে বেহেশতি মাকবারায় সমাহিত হতে না পারে, তবে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই কবরস্তানেই সমাহিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের দশমাংশ ওসীয়্যত করেন এবং ঘটনাক্রমে এমন স্থানে তার মৃত্যু হয়, যেমন নদীতে ডুবে অথবা বিদেশের মাটিতে তিনি মারা যান, যেখান থেকে তার লাশ আনা দুঃসাধ্য হয় তবে তার ওসীয়্যত বজায় থাকবে এবং খোদাতা'লার কাছে এ কবরস্থানেই সমাহিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।" (আল ওসীয়ত, পৃ: ৩০)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! ওসীয়ত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন, এর গভীরতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

এতে আমাদের ঈমান, নিষ্ঠা এবং তাকওয়ার পরীক্ষা রয়েছে। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা খোদাতা'লার কাজ। খোদাতা'লার কাজে তিনি যা চান, তাই করেন। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থা দ্বারা তিনি মুনাফিক ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করবেন। আমি নিজে অনুভব করি, এই ঐশী ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যেসব ব্যক্তি কোন ইতস্তত না করে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সাকুল্যে সম্পদের দশমাংশ খোদার পথে দান করেন বরং তদপেক্ষা বেশি নিজেদের উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাঁরা নিজ বিশ্বস্ততার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে থাকেন।" (আল ওসীয়ত, পৃ: ৩৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি আল মুসলেহ মওউদ (রা.) ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে বলেন-

'"ওসিয়তের বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এটিকে এমন বিশেষত্ব প্রদান করেছেন এবং আল্লাহতায়ালার বিশেষ ইলহাম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে কোন মোমিন এর গুরুত্ব ও মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারবে না। হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা ঐশী ও খোদার পক্ষ হতে এবংঐশীবাণী প্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা। কিন্তু ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা এমন যা খোদাতায়ালার বিশেষ ইলহাম অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর ওসিয়্যত এর ব্যবস্থাপনা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার একটা বাস্তবিক প্রমাণ। ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার একটা স্বীকারোক্তি ছিল। তখন অনেক লোক আশ্চর্য ছিল যে তারা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গিকার করেছে তা পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি? অতঃপর খোদাতায়ালার রহমত উদ্বেলিত হল এবং তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এর মাধ্যমে বললেন যে যারা এ কথা জানতে চায় যে তাদের অঙ্গিকার পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি; সুতরাং তাদের জন্য এই ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা। এর উপর আমল করার ফলে সে নিজের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করতে পারবে। কেননা ওসিয়্যতের মাঝে শর্ত আছে যে,"খোদাতায়ালার ইচ্ছা যে এমন ঈমানে পরিপূর্ণ ব্যক্তিরা একইস্থলে কবরস্থ হোক যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদেরকে একইস্থলে দেখে নিজেদের ঈমান সতেজ করে।" অতএব এটা কীরূপে হতে পারে যে কোন ব্যক্তি হজরত মসীহমাওউদ (আ.) এর বর্ণনানুসারে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ওসিয়্যত করে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু যদি ঈমানে পরিপূর্ণ না হয় তাহলে সেই সমস্ত লোক তাদের অন্তরে শান্তিহীনতা ছিল এবং তারা এ কারণে অতৃপ্ত ছিল যে জানি না তাদের অঙ্গিকার পূর্ণ হয়েছে কী হয়নি, তাদের জন্য হজরত মসীহ মাওউদ (আ.) খোদার ইলহাম অনুসারে এই বিধান প্রদান করেছেন যে তারা ওসিয়্যত করুন।"

হজরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আবার বলেন যে,-"ওসিয়্যত করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বেহেশতি মাকবারায় দাফন হওয়া ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকারকে পূর্ণ করা। এই ওসিয়্যত সম্পর্কে হজরত মসীহ মাওউদ (আ.) গন্ডি টেনে দিয়েছেন। এবং তা হল এই যে বেশি থেকেবেশি ১/৩ অংশের ওসিয়্যত করা যাবে ও কম করে ১/১০ অংশের। এটাতো মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য, আর জীবিতাবস্থার জন্য এই যে খোদানর পথে মানুষ এই সীমা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারে যে সেই আত্মীয় যে তার মাধ্যমে লালিত পালিত হচ্ছে তাকেযেন অন্যের সামনে হাত বাড়াতে না হয়। এই শর্তানুসারে যদি সে অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দেয় অথবা ৩/৪ অংশ দিয়ে দেয়, মোট কথা যে সে যেন এত পরিমাণ তাদেরকে দেয় যাদের লালন পালনের দায়িত্ব তার কাধে আছে যেন তারা কারোর মুখাপেক্ষি না হয়ে পড়ে।" (খুতবা জুমা ৪ মে ১৯২৮)

"যখন ওসিয্যতের ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণতা লাভ করবে, তখন কেবল এর মাধ্যমে তবলিগের কাজই হবে না বরং ইসলামের উদ্দেশ্য অনুসারে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন তার থেকে মিটানো হবে। এবং দুঃখ ও অভাবকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে।ইনশাআল্লাহ। এতিম ভিক্ষা চাইবে না, বিধবা মানুষের সামনে হাত পাতবে না, অভাবগ্রস্ত চিন্তায় ঘুরে বেড়াবে না, কেননা ওসিয়্যত বাচ্চাদের মা হবে, যুবকদের বাপ হবে,নারীদের সোহাগ(স্বামী) হবে এবং বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই এর মাধ্যমে ভাই ভাইয়ের সাহায্য ভালবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছার সঙ্গে করবে। আর তাদের দান প্রতিদান শুন্য থাকবে না বরং প্রত্যেক দানকারী খোদাতায়ালার নিকট উত্তম প্রতিদান লাভ করবে।ধনী, দরিদ্র কেউ ক্ষতির মধ্যে থাকবে না। জাতি জাতির সঙ্গে লড়বে না বরং সমগ্র পৃথিবরি প্রতি তার অনুগ্রহ ছেয়ে যাবে।" (নিজামে নও পৃ. ১৩০)

আমাদের প্রিয় ইমাম হজরত

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৪)

এই আযিমুশশান তাহরীকের সূচনা থেকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁর খোদা প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এই তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত হওয়া শিশুদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার-দীক্ষার জন্য অনেক বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৮৭ সালের ৩রা এপ্রিল-এর ১৯৮৯ সালে তিনি ৪টি জুমআর খুতবা প্রদান করেন, যেগুলি হল ১০ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১ ও ৮ই ডিসেম্বর। উক্ত খুতবাগুলিতে তিনি শিশুদের জন্মের অনেক পূর্ব থেকে ভবিষ্যতের প্রশিক্ষনের প্রত্যেকটি ধাপের জন্য বিশদ উপদেশ দান করেন। একদিকে যেমন তিনি পিতামাতাকে বিশদ নির্দেশনা দান করেন, অপরদিকে জামাতের মধ্যে ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও ওয়াকফে নও বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং চৌধরী মহম্মদ আলি সাহেবকে এর ইনচার্য নিযুক্ত করেন। ১৯২২ সালে যথারীতি ওয়াকালত ওয়াকফে নও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেবকেই প্রথম উকিল ওয়াকফে নও নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে মাননীয় সৈয়্যদ কমর সুলেমান সাহেব উকিল ওয়াকফে নও পদে রয়েছেন এই বিভাগের ইনচার্জ হলেরন মাননীয় ডক্টর শামীম আহমদ সাহেব। এই তাহরীকটি প্রথমে দুই বছরের জন্য চালু হয়েছিল, কিন্তু জামাতের সদস্যদের আকাঙ্খায় এর মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, পরবর্তীকালে হুযুর (রাহে.) এই তাহরীককে স্থায়ী রূপ দান করেন এবং ভবিষ্যতের পিতামাতারাও নিজেদের সন্তানদেরকে এই আশিসময় তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত করার সৌভাগ্য লাভ করে।

খিলাফতে খামিসার প্রারম্ভে এই তাহরীকটির ২৫ বছর পূর্তি হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তাঁর খিলাফতের শুরু থেকেই ওয়াকফে নওদের ক্লাসের সূচনা করেন। সারা বিশ্বের ওয়াকফে নওদের জন্য গুলশনে ওয়াকফে নও নামে ক্লাসটি এম.টি.এ-তে সম্প্রচারিত হয়, এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হুযুর যেখানেই সফরে গেছেন, সেখানকার ওয়াকফে নওদের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছেন। এই সব ক্লাসে হুযুর আনোয়ার ওয়াকফীন ও ওয়াকফাতদেরকে মূল্যবান উপদেশ দান করে থাকেন। ওয়াকফে নও ক্লাস ছাড়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০০৩ সালের ২৭ শে জুন এবং ২০১০ সালে ২২ শে অক্টোবর ওয়াকফে নওদের বিষয়ে জুমআর খুতবা প্রদান করেন।

এই সব উপদেশাবলীতে একদিকে তিনি সন্তানদের তরবীয়তের প্রতি পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, অপরদিকে ওয়াকফীন ও ওয়াকফাতদেরকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত ক্লাসে হুযুর সশরীরে উপস্থিত থেকে ওয়াকফীনে নওদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, কুরআন করীমের তিলাওয়াত, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী অধ্যায়ন এবং অন্যান্য তরবীয়তি বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তাদের জাগতিক শিক্ষার বিষয়েও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। যেমন- তাদের কোন বিষয় নিয়ে পড়া উচিত, কোন শাখায় যাওয়া উচিত।

আজ প্রায় ৫০ হাজার ওয়াকফীনে নও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে আর পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি প্রজন্ম প্রস্তুত হয়ে ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে ময়দানে নেমে পড়ছে। আল হামদো লিল্লাহ।

এখন আমাদের দায়িত্ব হল, আমাদের প্রিয় হুযুরের প্রতিটি আদেশকে শিরোধার্য করা। এখন আমরা আমাদের বয়সের সেই সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছি যখন আমরা অচিরেই নিজেদের ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত হব। সেই সময় সমাগত, যখন আমাদেরকে জামাতের প্রত্যাশা ও পিতামাতার আকাঙ্খাকে পূরণ করতে হবে। এখন আমরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মত 'ইয়া আবাতি আফআল মা তামুরুন' (সূরা সাফফাত:১০৩) বলব না, বরং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেটিকে বাস্তবে রূপায়িত করব। আল্লাহ করুন আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হোক, যাতে তারা ইসলাম আহমদীয়াতের উৎকৃষ্ট সেবা করতে পারে। প্রিয় হুযুরের প্রতি সবিনয় নিবেদন, আমাদের জন্য দোয়া করুন, খোদা তা'লা যেন নিজ কৃপাগুণে আমাদেরকে এর তৌফিক দান করেন। আমীন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব:

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুষ্ঠান খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় অনেকেই হয়তো বুঝতে পারে নি। কেননা তারা উর্দু বোঝে না। প্রথম কথা হল, যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে, তাতে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর শৈশবের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে বললেন, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আমার কুরবানী করার আদেশ করেছেন, আপনি ঠিক তদ্রুপ করুন। কুরবানীর প্রেরণা তখনই তৈরী হতে পারে যখন ইতিহাস সম্পর্কে আপনারা কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেন এবং ইতিহাস পড়েন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান,কে কে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কাহিনী পড়েছে? বাচ্চারা হাত তুললে হুযুর বলেন, চার-পাঁচজন পড়েছে, তাহলে বুঝবে কিভাবে? যাইহোক প্রথম কথা হল, সম্প্রতি ওয়াকফে নওদের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে আমি 'ইসমাঈল' নামে একটি পত্রিকা শুরু করিয়েছি। আর এই কারণেই এর নাম 'ইসমাঈল' রাখা হয়েছে। এখন এর তৃতীয় সংস্করণ আসছে। পত্রিকাটি এখানে আসা চায় আর এর প্রবন্ধগুলি এখানেও ছাপানো উচিত। অর্ধেক জার্মানী ভাষায় এবং অর্ধেক উর্দু ভাষায় ছাপানো হোক, যাতে এই সব শিশুরাও ওয়াকফে নওদের গুরুত্ব বুঝতে পারে। এই পত্রিকাটি কেবল যুক্তরাজ্যের জন্য নয়, আমি বলেছি, এটি সারা বিশ্বে পাঠাতে।

আজকের যে অনুষ্ঠানটি ছিল, এর প্রথমে কুরআন করীম তিলাওয়াত করা হয়, এতে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর কথা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আমার অবস্থা সেই পথিকের ন্যায় যে এক সফরে বের হয়েছে। বর্তমান যুগে তো সফরের অনেক মাধ্যম রয়েছে- গাড়িতে, ট্রেনে বা বিমানে বসে সফর করা যায়। প্রাচীন যুগে মানুষ ঘোড়া বা উটের পিঠে চেপে সফর করত। মরুভূমিতে দূর-দূরান্তে মানুষ সফর করত, কোন গাছপালাও থাকত না। এখানে আরবদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে কোন ছায়াযুক্ত গাছের দেখা পাওয়া যেত, সেখানে গাছের ছায়ায় বসে তারা বিশ্রাম করত। তোমাদের এখানে শীতে তুষারপাত হলে তোমরা হিটিং ব্যবস্থা চালু করে নাও, গরম এলে এয়ার কান্ডিশিন অন হয়ে যায়, পাখা চলতে শুরু করে। কিন্তু সেযুগে পাখাও ছিল না। আঁ হযরত (সা.) সেই যুগের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, দেখ, তোমরা ভীষণ রৌদ্রে মরুভূমিতে সফর করছ বালুকারাশি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আর ক্লান্ত অবস্থায় যখন কোন গাছ চোখে পড়ে তখন তোমরা তার ছায়ায় কিছুটা বিশ্রাম করার পর পুনরায় পথ চলতে শুরু কর।

খুতবার শেষাংশ...

অনেক দেরী করে বাড়ি ফেরেন, জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কেন দেরী করে এলেন? তিনি উত্তর দিলেন, অন্য একটি হাসপাতালের সাফাইকর্মীর সার্জারী ছিল, (নিজের হাসপাতালেরও নয়) তাকে দেখাশোনার কেউ ছিল না, তাই আমি তার কাছে বসে ছিলাম তার দেখাশোনা করার জন্য।

তাহাজ্জুদ গুজার, নামায-রোযা ও নফলের বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। যথারীতি রোযা রাখতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আর যেমনটি ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, তাঁর পুণ্য দেখেই তাঁর পিতামাতা ১৯৯১ সালে বয়আত করেছিলেন। তাঁর মা বলতেন, আমরা মনে করতাম, আহমদীরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে মানে না, কেবল মির্যা সাহেবকেই মান্য করে। নাউযুবিল্লাহ। এই বিষয়টি আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু যখন আমি দেখলাম, আমার ছেলে তাহাজ্জুদও পড়ছে আর যথারীতি নামায পড়ছে, তখন চিন্তা করলাম, আহমদীরা ভুল হতে পারে না। এইরূপে তাঁর নিজের আমল তাঁর পিতামাতাকে জামাতে নিয়ে আসার কারণ হয়।যেহেতু নিজে বিচার বিশ্লেষণের পর বয়আত করেছিলেন, সেই কারণে তিনি পুণ্যকর্মশীল আহমদী ছিলেন। খিলাফতের সঙ্গে তাঁর ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। সব সময় নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে এক বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিলেন। আর সব সময় নিজেও এবং সন্তানদেরকেও উপদেশ দিতেন, যে কোন বিপদের সময় যুগ খলীফাকে চিঠি লেখ। আর সেবার জন্য তাঁর পদের কোন আকাঙ্খা ছিল না, বরং তিনি আমাকে একথাই লিখেছিলেন যে, যেখানেই আমাকে নিযুক্ত করবেন, যে কাজের দায়িত্ব দিবেন তার জন্য আমি প্রস্তুত। তিনি পরিবারে রেখে গেছেন তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্রকে। তাঁর পৌত্র ও প্রৌত্রীরাও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার তাঁর প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হল মাননীয়া সেলিমা যাহিদ সাহেবার, যিনি কানাডার মুরুব্বী সিলসিলা সামিউল্লাহ্ যাহিদ সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মরহুমা মূসী ছিলেন। তাঁর পরিবারে তাঁর স্বামী ছাড়া রয়েছে এক মেয়ে ও তিন ছেলে। তাঁর এক ছেলে আতাউল মোমেন যাহিদ সাহেব মুরুব্বি সিলসিলা যিনি যুক্তরাজ্যের জামিয়া আহমদীয়ায় শিক্ষকতা করেন। মোমেন যাহিদ সাহেবের পিতা লেখেন, তার মা অন্তত ষাট সত্তর জন শিশুকে কুরআন শরীফ পড়াতেন আর তাঁর মৃত্যুর পর, যাঁর স্মৃতিচারণ আমি এখন করছি, তিনিও এই কাজ অব্যাহত রাখেন আর শিশুদের কুরআন শরীফ পড়াতেন। বরং সকল আহলে হাদীস ও আহলে সুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরাও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, আমাদের বাচ্চাদের তিনিই কুরআন করীম পড়িয়েছেন। তিনি লেখেন, মরহুমা ধর্মের সেবায় নিয়োজিত একজন পুণ্যবতী, সরল প্রাণ এবং বিশ্বস্ত নারী ছিলেন। সব সময় অপরের সেবা করতেন। অভাবীদের নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর ছেলে আতাউল মোমেন যাহিদ সাহেব লেখেন, অভাব-অনটনের সময়ও নিজের জন্য খরচ না করে অভাবীদের সাহায্য করাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশন্যাল, ২০ শে জুন, ২০২৫)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 17 July 2025 Issue No.29

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আকদাস খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.) নিজামে ওসিয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এতে যোগদান করার ব্যাপারে জামাতের সদস্যগণকে বারংবার স্মরণ করাচ্ছেন। আমি তাঁর বক্তব্য হতে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। হুজুর আনোয়ার বলেন-,

"এটা সেই ব্যবস্থাপনা যেটা এই যুগে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের বিশ্বাস জাগানোর ব্যবস্থাপনা। এটা সেই ব্যবস্থাপনা যা ধর্মের জন্য কুরবাণী প্রস্তুতকারী জামাতের ব্যবস্থাপনা। আর এটা সেই জামাত যারা পৃথিবীতে নির্যাতিত মানবতার সেবাকারী।অতএব প্রত্যেক আহমদী এই সমস্ত কথাগুলো শোনার পর চিন্তা ভাবনা করুক ও লক্ষ্যকরুক যে কত গাম্ভির্যে সঙ্গেও প্রচেষ্টার সঙ্গে এই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করা উচিত।অনেকে বলে থাকে যে আমাদের নেকীর স্তর সেই মানে পৌঁছায়নি যা হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর শর্তের মানকে পূর্ণ করতে পারে। তারা শুনে নিন যে এই ব্যবস্থা এমন এক পরিবর্তন সাধনকারী ব্যবস্থাপনা যে যদি সদুদ্দেশ্যে এর মধ্যে শামিল হওয়া যায় এবং শামিল হওয়ার যেমন তিনি বলেছেন যে যদি সংশোধনের চেষ্টা করা হয় তাহলে এই ব্যবস্থাপনার কল্যাণে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন যা অনেক বছরের সফর তা কিছু দিনের মধ্যে এবং কিছু দিনের সফর কয়েক ঘন্টার মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব।অতএব নিজেদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ও এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আহমদীদেরকে শামিলহওয়া উচিত। আর হজরত আকদস মসীহে মাওউদ (আ.) এর এই ব্যবস্থাপনাতে সংযুক্তকারীদের জন্য যে দোওয়া করেছেন সেই দোওয়ার উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা ইউ.কে ২০০৪)

প্রিয় হুজুর (আই.) আবার ২১ জুলাই ২০০৫ খ্রী. পৃথিবীর আহমদীদের নামে এক বিশেষবার্তায় ওসিয়্যতের মহান ব্যবস্থাপনায় শামিল হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন,-"সমগ্র পৃথিবীর আহমদীদের জন্য আমার বার্তা এই যে, হজরত মসীহে মাওউদ (আ.)এর এই সমস্ত নির্দেশাবলীর আলোকে তাঁর ইচ্ছানুসারে সম্মুখবর্তী হন এবং মালী কুরবাণীরএই ব্যবস্থায় সংযুক্ত হয়ে যান। নিজের সংশোধনের জন্য এবং নিজের শেষ পরিণতিউত্তম হওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আগে পদক্ষেপ করুন এবং তারজান্নাতের উত্তরাধিকারী হন। হজরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে সেই সমস্ত পবিত্র লোকেদের কবর ও দেখানো হয়েছে যারা এই ব্যবস্থাপনায় শামিল হয়ে বেহেশতি হয়ে গেছেন।খোদা তাঁকে বলেছেন এটা বেহেশতি মাকবারা বা বেহেশতিদের কবরস্থান। সুতরাং যেমন আমি বলেছি যে এই ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ কর্মক্ষমতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করুন। যারানিজেরা অংশগ্রহণ করেছেন তারা নিজেদের পরিবারবর্গ ও অন্যান্য প্রিয়জনদেরকেও শামিল করানোর চেষ্টা করুন। এবং খোদাতায়ালার মসীহের আওয়াজে 'উপস্থিত আছি' বলে ত্যাগের উন্নতমান প্রতিষ্ঠা করুন।" (আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৯ জুলাই ২০০৫)

সুধী শ্রোতামন্ডলী! সেই সমস্ত আহমদী সদস্য যারা নিজেদেরকে ওসিয়্যতের মহান ব্যবস্থাপনা হতে বঞ্চিত রেখেছেন তাদের জন্য চিন্তা ভাবনার বিষয়। হজরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) বলেন-,

"অনেকে বলে যে আমাদের আমল এমন যে আমাদেরকে ওসিয়্যত করতে ভয় হয়।যদি এমন আমলও হয়ে থাকে তবুও ওসিয়্যত করা উচিত। হতে পারে যে তার কারণে আল্লাহতায়ালা তাদের মাঝে নেকী করার আত্মা ফুৎকার করে দিবেন। বরং ওসিয়্যত করার পর অনেক লোক এমন আছেন যারা আমাকে লিখেন যে নিজ হতেই আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। যা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য পাওয়ার কারণও হয়ে চলেছে। দোয়া করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের হক আদায় করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কুরবানীর মান বৃদ্ধি করার সৌভাগ্য হচ্ছে।"

(বক্তৃতা বাৎসরিক ইজতেমা মজলিস আনসারুল্লাহ ইউ.কে ৪ অক্টোবর, ২০০৯)।

অতঃপর আরও এক সময়ে হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন,-"যারা একথা বলে যে আমরা ওসিয়্যতের শর্ত পূর্ণ করতে পারব না। এজন্য আমরা ওসিয়্যত করি না। এ ধরনের লোক ছুতো খোঁজে। এমন লোকেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তারা কি বয়াতের শর্তের সমস্ত শর্ত পূর্ণ করছেন, আর যদি না করেন তাহলে কি আহমদীয়াত ত্যাগ করবেন? প্রকৃত বিষয় হল চেষ্টা করা। শর্ত পূরণ ও মনের ইচ্ছে পূরণের দৃঢ় সংকল্প করা এবং তার উপর যথাসম্ভব আমল করার চেষ্টা করা । আল্লাহ তায়ালার নিকট তৌফিক চাইতে থাকা উচিত।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,১০ জানুয়ারী ২০১৪)।

নিজামে ওসিয়্যতে শামিল হওয়ার কল্যাণের অসংখ্য ঘটনাবলী রয়েছে, সময় সাপেক্ষে আমি কেবল একটি ঈমানবর্ধক ঘটনা বর্ণনা করতে চাই। কোসো জামাতের একজন বন্ধুর একটা ঘটনা আছে। তার সম্পর্কে হুজুর আকদস (আই.) বলেন.-"একটি হাসপাতালে কাজ করতেন এবং কোন ভাল চাকরির সন্ধানে ছিলেন। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ভাল জায়গায় চাকরি পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি ওসিয়্যত করার মনস্থির করলেন এবং ওসিয়্যতের কর্ম পূর্ণও করেননি বরং কেবল ওসিয়্যতের চাঁদা প্রদান করা শুরু করেছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে নিজের শহরে বাসনা অনুসারে কাজ পেয়ে যান। তিনি বহুবার একথার উল্লেখ করেছেন যে এটা কেবল ওসিয়্যতের কল্যাণ ও যুগ খলিফার দোয়ার কল্যাণ। একটা বিশেষ কথা তিনি যার উল্লেখ করেছেন তা হল যে ওসিয়্যত করার পূর্বে বেতন নেওয়ার জন্য যখন ব্যাঙ্কে যেতাম বেশির ভাগ সময় একাউন্ট শূন্য থাকতো কিন্তু যখন থেকে ওসিয়্যত করেছি কখনও একাউন্ট খালি থাকেনি। অতএব এই সব কুরবানী যা জামাত উপস্থাপন করছে এবং তার যথার্থতাও অনুভব করছে যে নিজের মধ্যে পবিত্র পবির্তন আনার ফলেই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়। এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি লাভ হয়।"

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ১৫ আগষ্ট ২০১৪)

পরিশেষে আমি একটি নিবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, হজরত আমিরুল মোমেনীন (আই.) ইউকের জলসা সালানায় ২০০৪ এ বলেন,-"আমার ইচ্ছা যে ২০০৮ এ যখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১০০ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। তখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি জামাতে যত উপার্জনশীল সদস্য আছেন, যারা চাঁদাপ্রদানকারী তাদের মধ্যে থেকে কম করে ৫০ শতাংশ এমন হয়ে যাক যারা হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর মহান ব্যবস্থাপনায় শামিল হয়ে যাবে।"

হুজুর আনোয়ারের এই বাসনার প্রতি বিশ্ব আহমদীয়া জামাত লাব্বায়েক বলে সাড়া দিয়েছে এবং বহু দেশ ও জামাত এই টার্গেট পূর্ণ করেছে এবং অনেকে এর চেয়েওআগে চলে গেছে। এখন আহমদীয়া খেলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীর ১৬তম বছর অতিবাহিত হচ্ছে। আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও জামাতীয় ভাবে নিজেদের সমীক্ষা করার প্রয়োজনরযেছে যে আমরা কী কম করে ৫০ শতাংশের টার্গেট পূর্ণ করতে পেরেছি? যদি না হয় তাহলে যেরুপে হজরত আমিরুল মোমেনিন (আই.) বলেছেন- "যা কিছু অলসতা হয়ে গেছে তার প্রতি ইস্তিগফার করে এবং হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর আওয়াজকে লাব্বায়েক বলে এই ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত হয়ে যান। এবং নিজেকে ও সুরক্ষিত রাখুন এবং নিজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সুরক্ষিত রাখুন। এবং আল্লাহ তায়ালার কৃপার অংশীদার হন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন

(সমাপ্তি ভাষণ জলসা সালানা ইউকে ২০০৪)

(২য় খুতবার শেষাংশ...)

তা'লার সামনে নত হই, নামাজগুলো সুন্দরভাবে আদায় করি, সেজদায় এমন ব্যথাবেদনা সৃষ্টি করি যাতে আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমান দ্রুত জেগে ওঠে, তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই এর চেয়ে অনেক উত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারি যা এই লোকেরা তাদের জবাব দেওয়ার মাধ্যমে অর্জন করতে চায়।

তাই প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত। কখনো এমন কোনো কথা বলবেন না যা শত্রুকে অকারণে এ অভিযোগ করার সুযোগ দেবে যে, এক আহমদী এটা বলে দিয়েছে এবং ওটা বলে দিয়েছে।

আমাদের চরিত্র অত্যন্ত উচ্চ ও উন্নত হওয়া উচিত। যার চরিত্র উন্নত নয়, সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দায়িত্ব পালন করে নি।

সুতরাং আমাদের আত্ম বিশ্লেষণ করা উচিত, প্রত্যেকে নিজেকে খতিয়ে দেখুন, চিন্তা করুন এবং ভুল ধরনের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন এবং বিরোধীদের অনিষ্টে তাদেরকেই ক্লিষ্ট করুন এবং তা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। (আমীন) (আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ শে জুন, ২০২৫)

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir